আষাঢ়ে।

বা

গুটিকতক রহস্য গল্প।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত।

শ্রীইন্দুভূষণ সান্যাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

১০ নং শম্ভুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্, নিউ আর্য্যমিশন প্রেসে,

ইউ, রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৯।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

ভূমিকা।

(প্রথম সংস্করণ।)

"আষাঢ়ের গল্পগুলি প্রায় সবই ইতিপূর্ব্বে সাধনা, সাহিত্য ও প্রদীপে বাহির হইয়াছিল। অদ্য সেই বিচ্ছিন্ন কবিতাগুলি একত্রে প্রকাশিত হইল।

এ কবিতাগুলির ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল। ইহাকে সমিল গদ্য নামেই অভিহিত করা সঙ্গত। কিন্তু, যেরূপ বিষয়, সেইরূপ ভাষা হওয়া বিধেয় মনে করি। হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিতে মেঘনাদবধের দুন্দুভিনিনাদের ভাষা ব্যবহার করিলে চলিবে কেন? গুটিকতক ছাপার ভুল পাঠকেরা অনায়াসে নিজে সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন।

গ্রন্থকারস্য।

সূচীপত্র।

আষাঢ়ে।

কেরাণী।

(১)

খেটে খেটে খেটে—
সারাদিনটা আপিসেতে কাগজপত্তর ঘেঁটে,
লিখে লিখে ব্যথা হলো আঙ্গুলগুলোর গিটে—
যেন একসা' হয়ে গেল মাজায় ঘাড়ে পীঠে,
পায়ে ধর্‌ল বাত,
অসাড় হলো হাত,
খেটে খেটে, লিখে লিখে, সকাল থেকে রাত ;
কোথায় সেই ১০॥, আর কোথায় সেই ৬টা,
শরীর হলো আগুন—এবং মেজাজ হলো চটা।

(২)

খেটে খেটে খেটে—
মুখে চারটি অন্ন গুঁজে, চাপকান গায়ে এঁটে,
আপিসে যাই উর্দ্ধশ্বাসে একটুও না থেমে,
হুছট্ এবং ধূলো খেয়ে, দুপর রোদে, ঘেমে ;

হুঁকো টেনে কোসে',
ভাঙ্গা চ্যারে বোসে',
দিস্তেখানিক কাগজেতে কলম ঘোষে' ঘোষে',
মাথায় বেরোল ঘাম ;—এবং ঠোঁটে লাগ্‌লো কালি ;
গোঁফও গেল ঝুলে, খেয়ে মুনিবদত্ত গালি।

(৩)

খেটে খেটে খেটে—
আমি রোজই মুনিবের শ্রীপদযুগ চেটে ;—
দীনমূর্ত্তি দেখিলেই মুনিবও যান ক্ষেপে,
রুদ্রমূর্ত্তি দেখিলেই ভৃত্য উঠে কেঁপে ;
তদীয় এক তাড়ায়
যেন বা ভূত ঝাড়ায় ;
ইচ্ছা হয় যে চলে' যাই—হুৎ!—ছেড়ে এই পাড়ায় ;
স্ত্রীর উপরে হয় বিরাগ ; জীবনে হয় ঘৃণা ;
সংসারও হয় অসহ্যপ্রায় গুড়্‌গুড়ি বিনা।

(৪)

খেটে খেটে খেটে—
এলাম যদি শ্রান্ত-দেহে দু ক্রোশখানিক হেঁটে,—
গাড়ুতে নেই জলবিন্দু ; গামছা গেছে হারিয়ে ;
ছুতোর আজও চারপায়ুখানা দেয়ওনিক সারিয়ে ;
ধুতি গেছে উড়ে ;
দিয়েছে কে ছুঁড়ে
একপাট চটি বিছানায় আর একপাট্‌ আঁস্তাকুড়ে ;

নিভে গেছে বারান্দাতে ;—ঘুমোয় রামা কুড়ে ;
বামন দিয়েছে ঝির সঙ্গে মহাতর্ক জুড়ে।

(৫)

খেটে খেটে খেটে ;—
আপিস ছেড়ে এলাম যদি আপনারই 'ষ্টেটে,'—
কোণেতে জ্বালানো দেখি [illegible] পাটি ;
ফরাসের ও সতরঞ্চে একটি কোমর মাটি ;
পুত্ররত্ন গিয়ে
হুঁকোগাছটি নিয়ে,
ভেঙ্গে সেটি. কালি মেখে, কল্কে ফেলে দিয়ে,
খুসি' পোরে তাকিয়াতে কর্চ্চেন বোসে নৃত্য ;—
ঘুমোচ্ছেন তাঁর পার্শ্বে প্রিয় শ্রীরামকান্ত ভৃত্য।

(৬)

খেটে খেটে খেটে—
অগ্নিতুল্য একেবারে হঠাৎ ভীষণ 'রেটে'
পুত্রকে দিলাম এক চড়, রামাকে দিলাম লাথি ;
পুত্র কোল্লেন 'ভ্যা,' ও কোল্ল 'কোঁৎ' সে রামা হাতি।
বোল্লেম "রামা পাজি !
এখনি যা, সাজি'
নিয়ে আয়রে তামাক, নইলে প্রলয় হবে আজি ;
লক্ষ্মীছাড়া, শুয়োর, ষণ্ডা; ঘুমোচ্ছিস যে গাধা,
আমার ফরাসে যে,—পায়ের পঁচিশ বস্তা কাদা।"

(৭)

খেটে খেটে খেটে—
ক্ষুধায় যেন বাড়বাগ্নি জ্বলে যাচ্ছে পেটে ;—
বাহিরের সে অবস্থাটা শোচনীয় দেখে,
এলাম যদি বাড়ীর মধ্যে চাপকান বাইরে রেখে,
খেতে খেতে খাবি,
জলখাবারটি ভাবি' ;
—দেখি সব ফক্কিকার—গিন্নীর হারিয়ে গ্যাছে চাবি ;
—আসে নাইক সন্দেশ, দুগ্ধ ফেল্লে দিয়েছে মেয়ে ;
গ্যাছে সকল রুটিগুলো কুকুরেতে খেয়ে।

(৮)

খেটে খেটে খেটে—
—বল্‌তে আপন দুঃখের কথা হৃদয় যায় গো ফেটে—
চাইলাম গিয়ে অন্ন ত গৃহিণী এলেন তেড়ে,
তাঁর সে সুদর্শনচক্র, স্বর্ণনথটি নেড়ে ;—
"সারাদিনটা খাটি',
শরীর ক'রে মাটি,
পোড়ার মুখো ! কাহিল হোলাম যেন একটা কাটি ;
ছেলে কোলে, বেড়িয়ে বেড়িয়ে, ফুলে গেল পা টা ;
তবু বলে শুয়ে আছ,—নিয়ে আয় ত ঝাঁটা"।

(৯)

খেটে খেটে খেটে,—
মাথায় ধূলো, দেহে ঘর্ম্ম, বাড়বাগ্নি পেটে,—

এলাম তখন প্রিয়া, শচী, ইন্দ্রপুরী ছাড়ি,
একেবারে বাহিরেতে সটাং দিয়ে পাড়ি ;
—হায়রে অধর্ম্ম !
ছেলে সকল কর্ম্ম,
যাহার গয়না দিতে দিতে বেরিয়ে যায় গো ঘর্ম্ম,
সেই না ধায় ঝাঁটা নিয়ে বোলে 'পোড়ার মুখো'
—কলিকাল !—যাক্—অরে রামা দিয়ে আয় ত হুঁকো।

(১০)

খেটে খেটে খেটে ;—
পারিবারিক ব্যাপার ফেলে হৃদয় থেকে ছেঁটে ;
ভৃত্য রামকান্ত কর্ত্তৃক তামাক হোলে সাজা',
দিলাম দুতিন টান ও তখন ভাব্‌লাম 'আমি রাজা', ।
দিয়ে হুড়ো তাড়া
প্রদীপ কোল্লেম্ খাড়া
ডেস্কোর উপর , এবং পরে ফরাস হোলে ঝাড়া,
বোসলেম্ গিয়ে তদুপরি পেতে একটী পাটি ;
তবলা নিয়ে ধাঁই কোরে দিলাম দু তিন চাটী।

(১১)

খেটে খেটে খেটে ;—
এলে কএকটী এয়ার বক্সি দু চা'র পাড়া ঝেঁটে,
মিলে চল্লিশ বাজি তাস ও চৌদ্দ বাজি পাশা,
খেলে, উঠে হোল খেতে বাড়ীর মধ্যে আসা ,
—রাঁধুনীর কি গুণ—
ডালে বেজায় নুন ;

মুখও গেল পুড়ে—পানে বিষম রকম চুণ ;—
রাঁধুনীকে বোকে এবং গিন্নীর উপর রেগে,
দিলাম পাড়ি শয়নের শ্রীবৈকুণ্ঠেতে বেগে।

(১২)

খেটে খেটে খেটে—
এলাম যদি ক্রুদ্ধমতি অন্নপূর্ণা ভেটে,
অন্নপূর্ণার বিমুদিত ইন্দীবর আঁখি ;
বুঝলাম খাসা তখনই যে গিন্নীর সবই ফাঁকি ;—
গোঁফে দিয়ে চাড়া,
নথে দিলাম নাড়া ;
গিন্নী উঠলেন 'ফোঁস' কোরে, ঠিক্ সর্পের মত খাড়া ;
—বেধে গেল যুদ্ধ ; হোল বরিষণ প্রীতি-
পূর্ণ বহু ভাষা ; পড়্‌ল ঘুমের দফায় ইতি।

(১৩)

"খেটে খেটে খেটে"
বোল্লেন তিনি "কড়া পড়্‌ল হাতে বাট্‌না বেটে—
গায়ে হোল বাত, আর মাথার চুলও গেল উঠে,
মেয়ে কোলে কোরে কোরে ;—আমি কি তোর মুটে ?
—হায়গো কোন্ পাপে
হতচ্ছারা বাপে
কুলীনের মেয়েকে নিয়ে বিয়ে দিল বাপে ?
তার উপরে চোপা ! আবার আমার উপর চটা !
নিয়ে আয়না আন্‌তে পারিস আমার মত ক'টা ?

(১৪)

"খেটে খেটে খেটে
হলাম কি, দ্যাখ্‌রে নির্লজ্জ পাষণ্ড, বোম্বেটে।"
—দৌড়ল রসনা গিন্নীর দ্রুত এবং সটাং ;
তদুপরি আমার মেজাজ ছিল সে দিন চটাং ;
আর ও অভ্যাস দুবেলা
বাজিয়ে বাজিয়ে তবলা,
সকল সময় জ্ঞান থাকে না তবলা কি অবলা ;
বিনা বহু বাক্যব্যয়ে—অতি পরিপাটী
সোজা গিন্নীর বাঁ মস্তকে দিলাম একটী চাটী।

(১৫)

খেটে খেটে খেটে
হয়ত গিন্নী ছিলেন কিছু কাবু ; নয়ত ফেটে
কিম্বা ছিঁড়ে গেল কোন শিরা কিম্বা ধমনী ;
তাহা সঠিক জানি নাক ; কিন্তু জানি, অমনি
গিন্নী সেই চড়ে,
সটাং গেলেন পড়ে
মুর্চ্ছায় ; যেন তালবৃক্ষ আশ্বিনেরই ঝড়ে ;
আর যখন জ্ঞান হোল, এমন বদ্‌লে গেল খাঁটি
তাঁহার সেই কড়া মেজাজ—যে সে অতি পরিপাটী।

(১৬)

খেটে খেটে খেটে—
অস্থি হোল মাটি ; এবং গৃহ হোল মেটে ;

শয্যা হোল তক্তাপোষ ; আর নচ খেয়ে না দেয়ে,
ব্যতিব্যস্ত নিয়ে তিনটী আইবুড় মেয়ে ;
বেছে বুড় বরে
ভালো কুলীনঘরে
দিলাম বিয়ে যত্ন, ব্যয় ও বিষম কষ্ট ক'রে ,
স্ত্রী, হোলেন গতায়ু, কি করি ? শোকতপ্ত অমনি—
আমি কোল্লাম বিয়ে একটি ন' বর্ষীয়া রমণী।

(১৭)

খেটে খেটে খেটে—
হয়ে গেলাম ঘোরতর কাহিল এবং বেঁটে ;—
প'ড়ে গেল কপালেতে বড় বড় রেখা ;
কাণে যায় না শোনা ; ভাল চোখে যায় না দেখা ;
চল্লিশ বছর থেকেই
চুলও গেল পেকে ;
মাংসও গেল ঝুলে ; সুঠাম শরীর গেল বেঁকে ;
দাঁতও হোল জীর্ণ ; এবং ভুঁড়ি গেল থেমে ;
চিবুক গেল উঠে ;—এবং নাকও গেল নেমে।

(১৮)

খেটে খেটে খেটে—
দিবস গেল—মাসও গেল বর্ষ গেল কেটে—
স্ত্রীর, মেয়ের ভাবনায়ই হা বাঙ্গালী বাবু !—০
খেটে খেটে, ও না খেয়ে চল্লিশেই কাবু ;—
ক্রমে এবং ক্রমে,
রক্ত গেল জমে',

শীর্ণ হল দেহ ; দেহের জোরও গেল কমে' ;
মাথাটা বসে না যেন ভাল আর এ ঘাড়ে ;
মাংসে ধরল ছাতা ;—শেষে ঘুণও ধরল হাড়ে।

(১৯)

খেটে খেটে খেটে—
যে কয়টা দিন বাকি আছে তাও যাবে কেটে ;
বিধাতার সে আদালতে পরকালে গিয়ে,
উত্তর দেবার আছে—"দিইছি তিনটি মেয়ের বিয়ে ;
তাহাই আমার ধর্ম্ম ;
তাহাই আমার কর্ম্ম ;
মেয়ের বিয়ে দিতে দিতে বেরিয়ে গেছে ঘর্ম্ম ;
আর নিজে দুই বিয়ে কোরে ফুরিয়ে গেল 'প্রনয়' ;
অন্য কিছু করিবারে পাইনিক সময়"।

শ্রীহরি গোস্বামী।

(চূড়ামণির অভিশাপ।)

(১)

একদা শ্রীহরি, প্যাণ্ট্‌টা কোট্‌টা পরি'
খাচ্ছিলেন ত টেবিলেতে কাট্‌লেট্ রোষ্ট ক্যারি ;
চতুর্দ্দিকে বিদ্যারত্ন, শাস্ত্রী, শিরোমণি,
ন্যায়রত্ন, স্মৃতিরত্ন—হিন্দুধর্ম্মখনি ;

ছিলেন সঙ্গে অন্য আরো মান্য গণ্য,
বিশেষ লক্ষ্য (টিকীর দৈর্ঘ্যে) মহেশ চূড়ামণি।

(২)

মহাত্মাদের ক'টি পদতলে চটি,
কটিদেশে ধূতি গরদ কিম্বা স্থতি
একটি একটি নামাবলী সবারই বিরাজে ;
(আহা—কৃষ্ণনামাবলী বিনা ভক্তেরে কি সাজে ?)
কপালেতে ফোঁটা সরু কিম্বা মোটা,
গায়ে সোজা বাঁকা হরির নামটি আঁকা ;
একটি একটি টিকী ঝুলে প্রতি স্কন্ধোপরি ;
(—টিকী মান্য—টিকী গণ্য—টিকীতেই হরি !)

(৩)

এই অতি গম্ভীর সভা ; সবাই ধ্যানে মগ্ন ;
ছুরি এবং ফর্কে,— ধারাল সব তর্কে,
কঠিন এবং কোমল প্রশ্ন কচ্ছেন ব'সে ভগ্ন ;
সবার হৃদয় ভক্তিপূর্ণ, সবার বাক্য রুদ্ধ,
ঠুন্‌ক ঠিনিক টঙাস ভিন্ন নাইক কোনই শব্দ,
কেবল টিকী নেড়ে—"মধুর—বাহা—বেড়ে"—
একবার বল্লেন চূড়ামণি—পুনঃ সবাই স্তব্ধ ;
—হোল একটু ভুল —ভাবী তর্কের মূল,
সে "মধুর" টা হরির নাম কি পক্ষী মাংসের ঝোল,
শ্রোতৃবর্গ মধ্যে কিঞ্চিৎ রয়ে গেল গোল

(৪)

যা হোক—ডিনার সাবাড় করি সুরাপানে রত,
(নাটক অন্তে অভিনয়ে প্রহসনের মত)
গুম্ফহীন ও শ্মশ্রুহীন সেই মহামতি যত ;
তখন—চূড়ামণি— বিধর্ম্মীদের শনি—
উঠ্‌লেন হিন্দুধর্ম্মব্যাখ্যায় ; উত্থিত অমনি
করতালি, "সাবাস" "সাবাস" ধ্বনি গৃহ হতে,
—গেলাস হাতে লোয়ে' ভাবে বিভোর হোয়ে
উঠ্‌লেন তিনি হিন্দুধর্ম্ম ঘোষিতে জগতে ;—

(৫)

"আমি জানি বেশ—কচ্ছি যাহা পেশ
আপনাদের কাছে,— যে বৈকুণ্ঠে হৃষীকেশ,
ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে, এবং কৈলাশে মহেশ,
এতিন ভায়ায় মধ্যে —(বটে জানি না কে জ্যেষ্ঠ),
এ তিন ভায়ার মধ্যে ভায়া হৃষীকেশই শ্রেষ্ঠ।
দ্বাপরযুগে কংস এবং ত্রেতাযুগে রাবণ
কল্লেন যিনি নিধন—সে শ্রীহরি পতিতপাবন,
সেই হরিই ধন্য ; তিনি ভিন্ন অন্য
নরের নাইক গতি—আহা ! হরিনামের তথ্য
অতি গূঢ়---এজগতে হরিনামই সত্য।

(৬)

"হা বাঙ্গালি নব্য ; হ'য়ে একটু সভ্য
বিজ্ঞানের ক খ গ পড়ি করে কতই গর্ব্ব—

ডুবছে 'খাবি খাচ্ছে সবে' সভ্যতা হিল্লোলে ;
হায় ব্যাসের কর্ম্ম, হায় মনুর মর্ম্ম,
ডুবলো কি একলি কালে সবই মুর্গীর ঝোলে' ?

(৭)

(এখন—ইহার বৈজ্ঞানিকী ব্যাখ্যা নাহি জানি,
যদিও শাস্ত্রীয় কথা ভীষণ রকম মানি,
—যে মরে সে মরে ; ব্রহ্মার বাপের বরে
বাঁচাতে পারে না একবার মোরে গেলে প্রাণী ;
বরং তাহা নেহাৎ একেবারে বেহাত।
মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত অসাড়, হিম, বেবাক্ তার ;
—হাজার আসুক্ কবিরাজ আর হাজার আসুক ডাক্তার।

(৮)

তাই বল্‌ছি—যে যদিও এর কারণটি না জানি,
—হয় বক্তার হজমেনি ভাল কট্‌লেট কি চপখানি,
কিম্বা ক্যরি স্বাদু ; কি সর্ব্বৈব যাদু ;
কিম্বা সবই শ্রীহরিরই প্রকাণ্ড সয়তানী ;
তাহাতে দিব না মত। সে যা হোক্ না, নির্ভীক
হ'য়ে এই কথাটি আমি বলতে পারি ঠিক্,)
যখন 'মুরগীর ঝোলে' এই কথাটি বোলে,
উঠলেন বক্তা—তারই ডাকটি বক্তার পেটে যেন—
শুন্‌লেন সবাই—ব্যাস কি মনু যা বলুন না কেন।

(৯)

সবাই উঠ্‌লেন হেসে, বক্তা গেলেন ফেঁসে,
সবার পানে চেয়ে, হিহুয়ানী রকম কেশে,

বল্লেন একটু অপ্রতিভ সে চূড়ামণি শেষে ;—
"না,—না ; একি—একি অতি অসম্ভবা কথা !
তোমরা কি সব উল্টাতে চাও মরণেরও প্রথা ?
চিরকালটা জান— শাস্ত্র নাহি মান ?
খেলে কি উদরের মধ্যে করে জন্তু শব্দ ?
বিশেষ—টিকীর প্রভাবে সব হজম এবং স্তব্ধ।

(১০)

"যতক্ষণটা আছে ফোঁটা নাকের কাছে,
নামাবলী বুকে, হরিনামটি মুখে,
—আর আর এই হজমি গুলি—তাইত এ্যাঁ সেকি ?"
মাথায় হস্ত দিয়ে বক্তা দেখেন নাইক টিকী—

(১১)

সকলেই ত্রস্ত, সবাই দারুণ ব্যস্ত—
দেওয়ালে, পাথাতে, মেঝে দেখে দিয়ে হস্ত ;
খোঁজে পাতি পাতি কোরে' চূড়ামণির চূড়ো—
নইলে চূড়ামণি উঠিয়ে এক্ষণি
অভিশাপে বিশ্বজগৎ কোরে দিবেন গুঁড়ো ;
ঠেকাতে পারবে না কারো হারাধনখুড়ো।

(১২)

সবাই টেবিল নাড়ে, নামাবলী ঝাড়ে,
(সবাই দেখে হস্ত দিয়ে আপন আপন ঘাড়ে ;
কেউ বা ঝাড়ে কোঁচা ; কেউ বা মারে খোঁচা
টেবিলেরই নীচে ; কেউ বা ম্যাটিন খিঁচে ;

চেয়ারগুলো দিল উল্টে—সবই হোল মিছে ;
সবাই বল্লে শেষে,—পাওয়া যাবে না সে চূড়ো,
যদি সবাই খুঁজে খুঁজে হ'য়ে যায় বুড়ো।

(১৩)

—মণিহারা ফণী—তখন চূড়ামণি—
—চূড়ো গেছে উড়ে—হায় গো যেন দুষ্ট শনি·
দৃষ্টে গণপতির মুণ্ড অদৃশ্য অমনি ;
অগস্ত্যকে দেখে বিন্ধ্যাচলে থেকে
কিম্বা নত হত শৃঙ্গ হায় রে যেমনি ;—
তখন উঠে চূড়ামণি বিশ্বামিত্র সম,
দেখালেন স্বকীয় বীর্য্য, ধর্ম্মপরাক্রম—
বল্লেন "ওরে নিয়ে আয় বেদ পুরাণ এবং মন্ত্,
যে নিয়েছে টিকী তারে কোরে দিব হন্ত,—"
চারি দিকে দেখে, উপস্থিতে ডেকে,
শাপ দিলেন তাঁর টিকী চোরে মন্ত্র পুরাণ থেকে।

(১৪)

"যে নিয়েছে টিকী আমি এ শাপ দিলাম তাকে,
হবেই সে বিপদ্‌গ্রস্ত যেখানে সে থাকে ;
পায়ে হয়ে বাত ;—উঠ্‌তে হবে কাৎ ;
খেতে খেতে গলায় লেগে বেধে যাবে ভাত ;
—খিল লাগ্‌বে হাস্‌তে ; 'বিষম' লাগ্‌বে কাশতে ;
—দিনে দুপরেতে, ওছট খাবে যেতে ;
শুতে লাগ্‌বে মশা, আর তার বসতে লাগবে মাছি ;
নেতে খেতে যেতে পড়্‌বে টিক্‌টিকী আর হাঁচী।

(১৫)

—"পাবে না ভোজ খেতে রম্ভাপত্র পেতে ;
পাবে না সে দইয়ের এবং চিঁড়ের এবং 'কলার' ;
সন্দেশ এবং মনোহরার মধুর মিষ্ট 'ফলার',
পাবে না সে গজা ; পরমান্নের মজা,
পাবেনা সে মিঠাই মণ্ডা, রাব্ড়ি খুরী খুরী ;
ডাক্‌বেনা তায় নেমন্তন্নে গোবিন্দ চৌধুরী ;
হারাবে তার থালা বাটি, হারাবে তার ঘটি ;
হারাবে তার ধুতি চাদর, হারাবে তার চটি ;
তদুপরি সেই বেটা—কচ্ছি এরূপ অনুমান—
মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত হয়ে যাবে হনুমান"

(১৬)

তর্ক চূড়ামণি উক্ত অভিশাপটি দিয়ে
চোলে গেলেন চ'টে, আপন চটি চাদর নিয়ে ;
যদিও সেই অভিশাপে ব্যাকরণের ভ্রম,
এবং সাধু বঙ্গভাষার একটু ব্যতিক্রম,—
বোধ হয় কণ্ঠরোধে, বিরক্তিতে, ক্রোধে,—
কিন্তু কেউ—শুনিনি কভু এমন অভিশাপ ;
সবাই বল্লে একস্বরে 'বাপ্‌রে—উঃ—বাপ্‌।"

(১৭)

ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়্‌ল শ্রীহরির সয়তানী ;
শ্রীহরিই যে টিকী-চোর তা সবাই ফেল্লে জানি ;—

মত্ত সুরপানে ছিলেন চূড়ামণি যবে,
সে সময়ে দুষ্টমতি সে শ্রীহরি, হবে,
ছোট কাঁচি দিয়ে টিকী কেটে নিয়ে,
দিয়েছিল ছুড়ে ফেলে বারান্দায় গিয়ে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(১)

বর্ষ যায় কেটে ; চূড়ামণির পেটে
হজম্ হোল ক্যাট্‌লেট্ ক্যারি ক্রমে দ্রুত 'রেটে' ;
দেখা দিল টীকী আরও লম্বা, আরো ভাল,
আধ্যাত্মিক—ও একেবারে মিষ—মিষে কালো।

(২)

এদিকে শ্রীহরি প্যাণ্টটা কোটটা পরি,
খেতে লাগ্‌লেন ঘরে বা'স ক্যাট্‌লেট্, চপ ও ক্যারি।
মহাত্মাদের সাজে, হিতকর কাজে,
তর্করত্ন আদি সেথা আসেন মাঝে মাঝে ;
"সুরাই অমৃত ; আহা—কট্‌লেট্ সুধা,
মিবারে যা চিরকালটা দেবগণের ক্ষুধা ;
শ্রীহরিই ইন্দ্র, এবং গোস্বামিনীই শচী"—
দিলেন গোপাল শাস্ত্রী এই নূতন শাস্ত্র রচি'।

(৩)

—শ্রীহরিরও ক্রমে, জানি না কি ভ্রমে,
জানি না যে প্রকৃতির কি অবৈধ নিয়মে,

হ'ল দুইটী পুত্র—(সেত হয় ও নিজ পাপে)
আর এক কন্যা—সেটী কিন্তু চূড়ামণির শাপে।

(৪)

"এইবারটী শ্রীহরি ভায়া দেখুক মজাট কি"—
বল্লেন বিদ্যাবাগীশ "দেখুক্, রাখ্‌বে না ত টিকী ;
কাট্‌বেনা ও ফোঁটা—আরও রাখ্‌বে গোঁফ ও দাড়ি ;
কর ওরে একঘরে, আর যাবনা ওর বাড়ী ;
যাব না ও পাড়া, কেবল রাতে ছাড়া
দু' একটীবার মাত্র, চ'ড়ে শ্রীহরিরই গাড়ী।

(৫)

সময় যায়ত চ'লে মহাগণ্ডগোলে ;
শ্রীহরি একঘরে, তাই ক্রোধভরে
রাতে খান চপ্ রোষ্ট ও ক্যরি আরো বেশী ক'রে ;
মহাত্মারাও এসে মাঝে মাঝে, হেসে,
ক্যরি চপ্ ঠেসে খেয়ে, অবশেষে
দিয়ে যান খুব বিজ্ঞ বিজ্ঞ ধর্ম্ম-উপদেশে !

(৬)

শ্রীহরির এক দুঃখ ছেলে দুটী মূর্খ ;
তার উপরে তা'দের আবার স্বভাবটাও রুক্ষ ;
একটি চুপে চুপে, কি জানি কি রূপে
যোগাড় ক'রে টাকা, একেবারে ছাঁকা
বম্বে যাব ব'লে বিলেত গেল চ'লে ;
দ্বিতীয়টি হ'ল ফেল্ তিনটিবার 'এল্ এ,' ;
এইরূপই দাঁড়াল গিয়ে শ্রীহরির দুই ছেলে।

(৭)

হেমাঙ্গিনীর ক্রমে প্রকৃতিরই ভ্রমে
বয়সটা বাড়েই—কভু একটু না কমে ;
ক্রমে হেমাঙ্গিনী—হ'য়ে উঠ্‌লেন তিনি
রূপে সাক্ষাৎ রতি, বিদ্যায় সরস্বতী,
—সতীত্বে সাবিত্রী, পাকে দ্রৌপদী সুন্দরী ;
উঠ্‌লেন ক্রমে বোধোদয়টী পাঠসাঙ্গ করি।

(৮)

শ্রীহরি করেন তাঁর মেয়ের বিবাহসম্বন্ধ,
কিন্তু পাত্রটাত্রের মোটে নাইক নামগন্ধ ;
দিল না কেউ বরে গোস্বামিজীর ঘরে ;
—"প্রকাশ্যে খায় মুর্গী" ব'লে দিলও, 'গালি মন্দ' ;
সকলেই খুসি, গোস্বামিজী রুষি,
কল্লেন শেষে পণ্ডিতদিগের খানা দেওয়া বন্ধ।

(৯)

একদিন মিষ্টার এম্ এন্ সরকার হীরালালকে দিয়ে
পাঠালেন ত ব'লে, তাঁহার সঙ্গে হ'লে
শ্রীহরি দেন কি তাঁর কন্যা হেমাঙ্গিনীর বিয়ে ?
মিষ্টার বোসের কিনা, আসল কথাটা ভিতরকার,
হয়ে ছিল হাজার দু'চ্চার নিতান্তই দরকার।
এখন—মিষ্টার বোস্ নাহি কোনই দোষ,
ব্যারিষ্টারও—শ্রীহরির ত বড়ই 'সন্তোষ' ;
তিনি একটু হেসে, পা দুলিয়ে, কেশে,
পরে একবার মাথা নেড়ে, বারান্দায় এসে,

নীচে পানে তাঁকিয়ে ত দিলেন একটা তুড়ি ;
এমন সময় উপস্থিত তাঁর হরিদাসী খুড়ী।

(১০)

"তাই ত এ খুড়ী যে ; কাকি ! বাড়ীর সব ভাল ত ?
প্রণাম হই"—"বাপ বেঁচে থাক বছর পঞ্চ শত ;
ধনে পুত্রে হ'ও বাবা লক্ষ্মীশ্বরের মত" ;
(—লক্ষ্মীশ্বরের আপাততঃ ছিল ক'য়টা ছেলে,
একথা যদিও বড় পুরাণে না মেলে)
—নানান্ কথার পরে খুড়ী বল্লেন "অরে
ছাখ্ তরে শ্রীহরি সুগণনা করি',
আমাদের ঐ হেমাঙ্গিনীর ঠিক্ বয়স কত হলো" ;
—"আমাদের ত বহুৎ হল, হেমাঙ্গিনীর ষোল" ;
—"বলিস্ কি রে ? তবে ওর বিয়ের কি হবে" !!
খুড়ী হ'লেন মূর্চ্ছাপ্রায় ত ; "বিয়ে হ'বে কবে ?
"বিয়ের চারি দিক্ সকলই ত ঠিক্
পাত্রেরই ত গোল।—তা খুড়ী যদি বিয়েই দরকার,
মিলেছে এক ভাল পাত্র মিষ্টার এম্ এন্ সরকার" ॥
"সে কে ?" "জ্ঞান সরকারের ছেলে" ; খুড়ী ত অবাক্—
"সে কিরে ?" ; শ্রীহরি বল্লেন "সমস্ত ঠিক্ ঠাক্"।

(১১)

এবার কিন্তু সত্য সত্যই মূর্চ্ছা গেলেন খুড়ী ;
শেষে জ্ঞানটি হ'ল যখন—তখন তিনি বুড়ী ;
বয়স ও তাঁর বেড়ে গেল হঠাৎ দুই কুড়ি ;
কেশগুচ্ছ গেল পেকে, পোড়ে গেল দাঁত,

নাকও গেল ঝুলে—আর—আর এ সব অকস্মাৎ!!!
শ্রীহরি ত নেই!— বলেন "এঁই এঁই—
তাইত—এও কি হয়—এ কি হ'ল—কি উৎপাত।"

(১২)

সে দিনটা ত গেল, পরের দিনটা এল,
তখন খুড়ীর 'গতর' যেন একটু জোরও পেল;
বাহির কামরা থেকে শ্রীহরিকে ডেকে,
ক্ষীণস্বরে ওষ্ঠ্যবর্ণে বল্লেন শেষে খুড়ী,
(—ধর্ত্তে গেলে তিনি এখন যাট্ বৎসরের বুড়ী—)

(১৩)

"শ্রীহরিরে পাগলামী রাখ্,—এখন দিয়ে মন
আমার পরামর্শ টা—আর আমার কথা শোন্;
হেমাঙ্গিনীর হ'ল এখন বছর ষোল,
বলিস্‌নে ক সেটা,—বলিস্ বছর অষ্ট নয়;
দেখি দিখি বিয়েটা ওর হয় কি না হয়;
আমিই দিব পাত্র" ব'লে এই মাত্র
উঠ্‌লেন, আবার বস্‌লেন—খুড়ী একবার ঝেড়ে গাত্র;
"শান্তিপুরের কাছে একটী পাত্র আছে—
কুলীন, আর সে আমার ভাইয়েরই স্কুলেরই ছাত্র;
কর্ব্ব তারে রাজী বাছা—মুর্গী খাস তুই বটে,
তা খা', কেবল দেখিস্ সেটা অত্যন্ত না রটে;
আর একটী কাজ—শোন্ না বলি" দু চার মিনিট্ ধ'রে
তৎপরে কি কইলেন খুড়ী ফুস্থুর ফুস্থুর ক'রে।

বল্লেন তাহার পরে একটু উচ্চৈঃস্বরে,
"এই রকম কর্, বাছা কুলে আনিস্ নাক কালি—
ঘোষ বোস্ মিত্তির দত্ত সরকার কলঙ্কেরই ডালি,
আর সকল ভার আমার উপর"—উঠলেন শেষে খুড়ী,
শ্রীহরি সজোরে আবার দিলেন একটা তুড়ি।

তৃতীয় প্রস্তাব।

(১)

পরের দিবস থেকে, প্যাণ্টটা কোট্টা রেখে,
শ্রীহরি গেরুয়া নিলেন; পণ্ডিতদিগের ডেকে,
একশ একশ টাকা এবং রূপোর গেলাস থালা
দিলেন প্রতিজনে, এবং সেই ক্ষণে
মুড়ালেন ত মাথা; মাথায় ঘোলও হ'ল ঢালা;
খেলেন গোময়; নিলেন গলায় রুদ্রাক্ষেরও মালা;
পণ্ডিতদের সব নি'য়ে, মেয়ের দিলেন বিয়ে,
প্যারী মৈত্রের ছেলের সঙ্গে;—সে একটুকু কালা,
একচক্ষুহীন, ও মূর্খ, বেঁটে, এবং কালো,
গরীব এবং মাতাল;—নইলে অন্য-সবই ভালো।

(২)

এখন ও শ্রীহরি, হরিনামটী স্মরি,
(প্রকাশ্যেতে) না খান রোষ্ট্, কট্‌লেট্ কিম্বা কা...

যদি কেউ তা খায় তা তিনি বলেন "উঃ হুঃ ছিঃ ছিঃ"
তার অর্থ টা প্রাণীহত্যা কেন মিছামিছি—'
জপেন হরির মালা ; এবং পড়েন ভাগবৎ ;
সবাই বলে "গোস্বামিজী অতি ঋষি, সৎ"
ব্যারিষ্টার তাঁর ছেলে, বিলেতে থেকে এ'লে,
সে মুরগীখোর ব'লে, তা'রে দিলেন জাতে ঠেলে।

(৩)

এখন ও শ্রীহরি, গেরুয়াটী পরি',
যাচ্ছেন দেখ্‌বে রাস্তায় কভু হরিনামটী করি' ;
হাতে মালা ; কপালটি তাঁর চন্দনেতে মাখা ;
কামানো গোঁফ দাড়ি, গায়ে হরিনামটী আঁকা ;
মুণ্ডিত মস্তকে টিকী, গায়ে নাইক কূর্ত্তি ;
অতি ভক্ত গোস্বামিজী—সুপ্রসন্ন মূর্ত্তি।
কিন্তু দুষ্টে দোষে, (সেটি কিন্তু রোষে,)
বলে তা'রা "দেখায় তাঁরে একেবারে হনূ,
কেশশূন্য মাথা, অর্দ্ধবস্ত্রশূন্য তনু ;
ফল্লো নাকি চূড়ামণির সেই অভিশাপ।"
বল্লো সবাই একস্বরে—"ওরে বাপ্ রে বাপ্,
চূড়ামণির—কি প্রকাণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপ" !!!
শ্রীহরি গোস্বামিজীর কথা অমৃত সমান,
হরিদাসজী ভণে, এবং শুনে পুণ্যবান্।
—পরে জানা গেল, যে শ্রীহরি নামে কেহ
কভু ছিলেন কি না, তা'তে প্রকাণ্ড সন্দেহ।
থাকিলেও তিনি দিইছিলেন কোন থানা—
পণ্ডিতদিগের কিনা, এরূপ যায় নি'ক জানা।

বাঙ্গালী মহিমা।

মিথ্যা মিথ্যা কথা,—"যে বাঙ্গালী ভীরু,
বাঙ্গালীর নাহি একতা—"
কেন বক্তৃতায় রটাও সে বাণী,
খবর কাগজে লেখ তা ?
অদ্য পদ্যে আমি বাঙ্গালী বীরত্ব
করিব জগতে ঘোষণা ;
বেরোবে ছাপায় ; পড়িতে পাবে তা ;
ব্যস্ত হও কেন ? রোস না।
তবে তালুদেশে চড়াং করিয়া
নেমে এস মাতা ভারতি !
অর্জ্জুনের সাধ্য হত যুদ্ধ করা
কৃষ্ণ না থাকলে সারথি ?
সাহায্য তুমি না কর যদি আমি
সমর্থ তাহাতে নহি মা—;
দাও বীণাপাণি বীণায় ঝঙ্কার,
গাইব বাঙ্গালী-মহিমা।
খোল ইতিহাস ;—সতর তুরস্ক
প্রবেশিল যবে গৌড়েতে,
লক্ষ্মণ সেন ত দিলেন চম্পট
কচুবনে এক দৌড়েতে।

সে অপূর্ব্ব সুমধুর, আধ্যাত্মিক"
দীর্ঘপলায়নকাহিনী
যোগ্য ছন্দোবন্ধে বোধ হয় আজ ও
ভাল করে কেহ গাহিনি !
প'রে আফগান, মোগল, পাঠান
দলে দলে দেশ জুড়িয়া
করিল রাজত্ব ; তাহা ও বীরত্বে
সহিল বাঙ্গালী উড়িয়া।
আসিল ইংরাজ ; বাঙ্গালা (লেখে ত
সব ইতিহাস বহিতে)
দিল দীর্ঘ লম্ফ ইংরাজের কোলে
পাঠানের ক্রোড় হইতে।
করেছে সংগ্রাম মহারাট্টা শিখ,
মূর্খ যত সব মেড়ুয়া ;
তুমি সূক্ষ্ম বুদ্ধি সন্ন্যাসীর মত
(যদিও পরনি গেরুয়া)
নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত উদাসীন হাস্যে
বুঝে নিলে সব পলকে ;—
ভবিতব্য লিপি কে খণ্ডাতে পারে ?
কাটাকাটি ক'রে ফল কি ?"
হবে না বা কেন ? খায় ছাতু রুটি—
পশ্চিমে পাঞ্জাবী পাহাড়ে ;
তোমরা বসিয়া কাঁচকলা, ভাত
খাও আধ্যাত্মিক আহারে।

তারা ভাবে তাই অলসতা চেয়ে
কার্য্য করাটাই শ্রেয়সী ;
তোমরা হাসিয়া ভাব মূর্খ সব—
জীবনের সার প্রেয়সী ;
তাহাদের চিত্র অর্জ্জুন রাবণ
ভীষ্ম শরশয্যাশয়নে ;
তোমাদের পট বংশীধর বাঁকা—
প্রেমে ঢুলুঢুলু নয়নে ;
তারা গায় সবে "জয় সীতারাম"
আজ ও শুনি যেথা যাই গো ;
তোমাদের গান "জয় শ্রীরাধিকে—
ওগো ছুটি ভিক্ষে পাই গো" ।
তেমনিটী কেহ পারেনি জগতে—
তোমরা যেমন দেখালে ;
বুঝেছে তা মোক্ষমূলার ও গেটে—
—ধিক্ মিথ্যাবাদী 'মেকালে' ।
এ সব ত মাতা পুরাণ কাহিনী—
কাঁহাতক স্মরি' রাখি মা ।
কিন্তু আজও দেখ চক্ষের সামনে
প্রত্যক্ষ বাঙ্গালী গরিমা ।
এখনো বাঙ্গালী জগৎ সম্মুখে
রাস্তা ঘাটে দিয়া নিয়ত
চলিছে নির্ভয়ে—একথা জগতে
প্রচার করিয়া দিও ত ।

তার পর বুদ্ধি !—আশ্চর্য্য সে বুদ্ধি !
ইংরাজী ফরাসী কেতাবে
পড়িছে, পরীক্ষা দিতেছে ; নিতেছে
'এমে' ও 'এমডি' খেতাবে।
ব্যবসা চাকরি করিয়া,—কত কি
নাটক নভেল লিখিয়া,
আজিও আছেত শুদ্ধ বুদ্ধিবলে
এজগতে সবে টিঁকিয়া।
ল্যাণ্ডোয় চড়িছে ফিটনে চড়িছে ;—
ট্যাণ্ডেম হাঁকায় সঘনে ;
বা-সিকিলে যায় ; অশ্বপৃষ্ঠে ধায়
ধূলি উড়াইয়া গগনে ;
খেলিছে ক্রিকেট, ফুটবল, করে
সার্কাস, জান না তাও কি ?
করিছে বক্তৃতা—লিখিছে কাগজে ;
—তার বেশী আর চাও কি !
ভেবে দেখ সেই সত্য যুগ হতে
কলিযুগাবধি হেন সে
বরাবর বেঁচে এসেছে ত ; তার
বেশী আর পার্ব্বে কেন সে ?
এত বিপদের আবর্ত্তের মাঝে,
এত বিজাতীয় শাসনে,
বরাবর টিঁকে আছে ত, তাকিয়া
ঠেসিয়া, ফরাস আসনে।

ধন্য বুদ্ধিবল!—যুদ্ধে কভু শির
দেওনি কাহারে বন্ধকী;
যদি বাহুবল অভাব, বুদ্ধিতে
পুষিয়ে নিয়েছ। মন্দ কি!

অদল বদল।

(ব্যারিষ্টার বনাম উকিল)।

(১)

গোপীকৃষ্ণ দাস— গোমুটাতে বাস,—
বয়স ২১ এতে পড়েছে এই গেল বর্ষা;
বদনখানি ছাঁচে ঢালা; রংও ভারি ফরসা;
একহারা দেহ;— করেনিক কেহ
এপর্য্যন্ত তদীয় সুচরিত্রে সন্দেহ;
অতি সাধু শিষ্ট;—তবে এইটুকু জানি—
মাঝে মাঝে ছিপি আঁটা বিলাতী আমদানী
রক্ত পীত কষায় তীব্র নানাবিধ পানী,
খেত মিলে সে' আর দু'চারিটি এয়ার;
তাতে বড় কাহাকেও করিও নাক 'কেয়ার'।
—ভগ্নী কিম্বা ভাই একটিও নাই;
মাও ম'লেন সঁপি (বৃদ্ধ) বাপের হাতে গোপী;—
পিতাও তার সুসঙ্গতি ছিলেন সবিশেষই;
পড়া শুনাও গোপীর তাই হয়নিক বেশী।

ক্রমে গোপীর পুন্নরক হ'তে ত্রাণজন্য
বিবাহটাও হ'য়ে গেল নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন।

(২)

যাচ্ছে গোপী ক্রমে, স্ত্রীকে—(সবে মাত্র বিয়ে)—
শ্বশুর বাড়ী হ'তে, গোপীর বাপের বাড়ী নিয়ে ;
সাধন কর্ত্তে স্বামীর সর্ব্ব যা শাস্ত্রীয় ক্রিয়া ;
বলেও রাখি—কাদম্বিনী দ্বাদশবর্ষীয়া।

(৩)

স্ত্রীর শ্রীঅঙ্গে চেলি, নানা জরির নক্সা আঁকা ;
পায়ে মল ;—ঘোমটায় তাঁহার বিধুমুখটি ঢাকা ;—
বোধ হয় রূপের 'তরাসে', পাছে কারো জ্বর আসে,
কিম্বা রূপানলে হঠাৎ কেহ মরে পুড়ে,
—ধন্য বিবেচনা—তাঁরে নিয়ে যায় তাই মুড়ে ;
ঝি আছে সজোরে আঁচল খানি ধ'রে,
(বোধ হয়) পাখা খুলে পরী হ'য়ে পাছে যান বা উড়ে।
—জানি না চেহারাখানি মন্দ কিম্বা ভালো,
তবে হাত পা দেখে বোধ হয়—ঘুটঘুটে কালো ;
অলঙ্কারের ধ্বনি— শুনে মনে গণি,
তারই জোরে স্বামীর গৃহ কর্ব্বেন তিনি আলো।

(৪)

হেন স্ত্রীকে নিয়ে, হাবড়ায় গিয়ে ;—
কোঁচানো ঢাকাই পরা, ফুল মোজা বুট পায়ে ;
কোঁচানো চাদরে বাঁধা কালো কুর্ত্তি গায়ে ;

—(চাদরখানি বুকে বাঁধা, পরা হয়নি খুলে,
কি জানি কেউ পাছে.　তার যে নীচে আছে,
'ষ্টার' প্যাটার্ন সোনার চেন, তা দেখ্‌তে যায় বা ভুলে)
—হেন গোপী, দেখে,　তিনটে কুলি ডেকে,
নিজের জিনিষ 'ইণ্টার মিডিয়েট কেলাশেতে' রেখে,
স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে—(ভিড়ে কিছু নাহি দমে')—
দিল তুলে' স্ত্রীগাড়ীতে অবলীলাক্রমে।

(৫)

এখন সে গাড়ীতে ছিল বর্ণিতে না পারি,
ছোট, বুড়ী, ফর্সা, কালো কতগুলি নারী।
কিন্তু জানি—আরও একটি ঘোমটা দেওয়া মেয়ে,
কাদম্বিনীর বয়সী. ফর্সা কাদম্বিনীর চেয়ে,
পরা একই চেলি　(যেন বিধির খেলই)
ছিল সে গাড়ীতে ; পরে শুনেছিও আমি—
ছোট আদালতের একটি হাকিম তাহার স্বামী।
যাচ্ছিলেন সে ধর্ম্মাবতার সেদিন বদলি হ'য়ে,
মুঙ্গেরে (তৃতীয়পক্ষ) নবোঢ়া স্ত্রী ল'য়ে।
কীর্ত্তিকলাপ তাঁর　কর্ব্বনা প্রচার
পরের ঘরের কথা টেনে কেন করা বা'র ?
—একটী কথা ব'লে রাথি শুদ্ধ সংগোপনে,
ধর্ম্মাবতার গিয়ে সেই কন্যা দরশনে ;
দিতে পুত্রের বিয়ে,　দেখি কন্যাটী এ
অপ্সরা, নিজেই বিয়ে ক'রে এলেন নিয়ে

(৬)

এখন পাঠক সভ্য ও পাঠিকা নব্য !
যদি এখানেতে ভাবেন মদীয় কর্ত্তব্য,—
সেই জজের নাম, বংশাবলী, ধাম,
ব্যক্ত ক'রে পূর্ণ ক'র্ব্ব তাঁদের মনস্কাম ;
যাতে তাঁরা গিয়ে, হুজুরটীকে নিয়ে,
দিতে পারেন 'উত্তম মধ্যম' অনায়াসে ধ'রে,'
তাহা হ'লে ক্ষমা তাঁরা করেন যেন মোরে ;
এবং দিবেন 'মেপে' ; এরূপে সংক্ষেপে
দেওয়া নীতিশিক্ষা যে ভালো পরীক্ষা,—
সে বিষয়ে ক'রে বন্ধ মতভেদভিক্ষা।

(৭)

চল্ল 'লূপ' মেল—ইংরেজেরই খেল—
হাওয়ায় যেন উড়ে—ধোঁয়ারাশি ছুঁড়ে—
দূরের জিনিষ কাছে এনে, কাছের ফেলে দূরে ;—
যেন তাহার খেলা ;— 'ছোট ষ্টিশন মেলা,
ছাড়িয়ে ত অবিলম্বে এ'ল শ্রীরামপুরে ;
সেথানে একটু থামিয়ে, যাত্রী তুলে, নামিয়ে,
হাঁপাতে হাঁপাতে আবার চলে দ্রুতগামী এ।
জ্ঞানটি নেইক দাদার আলো কিম্বা আঁধার—
করেনাও দৃষ্টি ঝঞ্ঝা কিম্বা বৃষ্টি—
উর্দ্ধশ্বাসে উড়ে পাহাড় জঙ্গল ফুঁড়ে—
টরাটট্ট টরাটট্ট টরাটট্ট ধ্বনিতে
ছাড়াল যে কত ষ্টেশন পারি নাইক গণিতে।

(৮)

থাম্‌ল গিয়ে গাড়ী ক্রমে মেমারিয়া গ্রামে,
গোমুটার সব যাত্রীবর্গ সেখানেতে নামে ;—
ঘুরুঘুট্টে অন্ধকার—অতি তাড়াতাড়ি
গেল গোপী কুলি ডাকি', জিনিষপত্র ছাড়ি',
নামাইতে স্ত্রীকে খুঁজিয়ে, সেদিকে
দৌড়াইল যেই দিকে স্ত্রীলোকদিগের গাড়ী।

(৯)

এখন না হয় গোপীনাথের কপালেরই জোর,
নয়ত সে কুচরিত্র, অথবা সে চোর,
কিম্বা অন্ধকারে নিজের স্ত্রীই অনুমানি',
নিল গোপী চেলি পরা, জজের স্ত্রীকেই টানি'।

(১০)

চলে গাড়ী জোরে, জামালপুরে ভোরে
এল ক্রমে ; উঠি হাকিম আধ ঘুমের ঘোরে,
স্ত্রী গাড়ীতে গিয়ে গোপীর স্ত্রীকে নি'য়ে,
(আহা ! বেচারী সে বৃদ্ধ) সুশীলাই এই ভুলে,
মুঙ্গেরের গাড়ীতে গিয়ে দিলেন সোজা তুলে।

(১১)

১২ মিনিট পরে জজের পথভ্রষ্টা দাসী
মুঙ্গেরের গাড়ীতে ক্রমে উত্তরিল আসি।
আর সে লুপ মেলও দ্রুত চ'লে গেল
ছাড়ি ষ্টেশন, উদ্গার ক'রে ধোঁয়া রাশি রাশি।

(১২)

হ'ল গোপীর বধূর,—কক্ষে কেহ নাইক দেখি—
ঘোমটাটি দুঃসহ (তাঁরও যেমন গ্রহ !)
ঘোমটা তিনি তুলে চাইলেন যেমন ভুলে ;—
অমনই ঝি চীৎকারিল "এ কি বাবু একি ?
কে এ ? কাকে নিয়ে এলেন"—"তাইত ঝি !—একে ?
এ যে কালো" ।—বজ্রাহত জজ্ ত তা'রে দেখে।

(১৩)

ঘোড়দৌড় , ও ছুটাছুটী ;—প্রকাণ্ড চীৎকার ;
"ঝি—ও মোধো—টেলিগ্রাফ্—ও ইষ্টেশন মাষ্টার।"
—বল্লেন চীৎকারিয়া জজ্‌টি ঘরে এসে তাঁর।
হাঁপাতে হাঁপাতে "দোহাই ইষ্টেশন মাষ্টার,
—বিপর্য্যয় কাণ্ড— আঁধার ব্রহ্মাণ্ড—
দোহাই তোমার, ধর্ম্ম অবতার
তুমিই ; তা যা বলুক না সব ধর্ম্ম গ্রন্থকার ;—
রক্ষা কর ধর্ম্ম ;—এমন ও কুকর্ম্ম !
কখনও কর্ব্ব না, প্রভু, স্ত্রীকে ছেড়ে' এসে
স্ত্রীগাড়ীতে একা—হ'ল ইহাই অবশেষে !!!
অহো ভগবান্ হায় কি হ'ল !—হা হুতাশ।"
"কেয়া হুয়া বাবু ?"—"আরে কেয়া !" সর্ব্বনাশ—
স্ত্রীচুরী—তার উপরে এ কোথা থেকে এসে—
চাপ্‌ল একটা অন্ধকেরে মেয়ে স্কন্ধদেশে ;
স্বামীর নামও বলেনাক—বলে বাপের নাম
কোথাকার এক মুক্তোগাছির কোন্ এক শম্ভুরাম।

— উপায়? হা হরি— এখন যে কি করি"
ব'সে প'ড়লেন হাকিম একটা বেঞ্চেরই উপরি।

(১৪)

ষ্টেশনমাষ্টার দেখি এ ব্যাপার—
নিজের স্ত্রী হারিয়ে লোকটা নিয়ে এল কা'র,
এই কথাটি ভেবে হাসি রাখা চেপে
হ'ল ভারি দুঃসাধ্য ; প্রায় যান ত তিনি ক্ষেপে ;
ধৈর্য্যের যাহা গোড়া গোঁফে দিয়ে মোড়া ;—
বল্লেন তিনি "সেকি বাবু ফেল্লেন কি ষ্ট্রী হারিয়ে ?
বড় খারাপ কটা ; আরও ডুঃখের বিষয় ভারি এ।
কিণ্টু, বাবু! দায়ী রেলোওয়ের লোক নাহি,
রসিড্ নিয়ে মাল গাড়িটে ডিলে, টবে মানি,
হোট ডায়ী এসম্বণ্ডে রেলওয়ে কোম্পানী ;
টা'লে পঁহুছিট ষ্ট্রীও নিঃসণ্ডেহ এ'সে।"
ব'লে ফেল্লেন শ্বেতাঙ্গটি ইংরাজীতে হেসে।
হুজুর ত অবাক লেগে গেল তাক্,
শুন্‌লেন এই কথাগুলো বদন ক'রে ব্যাদন।
কি কর্ব্বেন আর? বেঞ্চে ব'সে স্ত্রীর জন্যে ত হাদান।
শ্বেতাঙ্গটি শেষে দিলেন উপদেশ এ—
"এ ষ্ট্রীলোকটি আপাটটু এ ষ্টেশনে ঠাক্,
পুলিশেটে খবর ডিবেন আপনার ষ্ট্রী জন্য,
ইহা ভিন্ন সডুপায় ডেখিনাট অন্য ;
টারা বুঝে সুঝে দেখ্‌বে গিয়ে খুঁজে ;
আপনি এখন ঠাকুন শু'য়ে নাকটি মুখটি গুঁজে।"

(১৫)

হুজুর দেখ্‌লেন, যা'বে দেখ্‌ছি, উভয় কুলই তা'তে ;
এটা তবু আপাতত থাকুক নিজের হাতে ;—
পাওয়া গেলে সেটা ছেড়ে দেব এটা ;
—পেলে তারে হাতছাড়া ক'রে আর কোন্ বেটা,—
বল্লেন "চলুক আপাতত এটা আমার সাথে ;
নির্দ্দাবী এ মালে দিব পুলিশেরই হাতে"।
ব'লে কষ্টে শ্রমে হতাশ হ'য়ে দমে',
পঁহুছিলেন ধর্ম্মাবতার মুঙ্গেরেতে ক্রমে।

(১৬)

গোপী ত এদিকে নিয়ে জজের স্ত্রীকে
চ'লে গেলেন বাড়ী, এবং পরমকৌতুকে,
করেন গিয়ে যাপন দিবা বিভাবরী সুখে।
এক দিন ঘরে গিয়ে গোপী কহেন "প্রিয়ে
সুশীলে" সম্ভাষি তা'রে, 'অতি স্নেহে চুমি',
জান্তামনাক-সত্যি !—এত সুন্দরী যে তুমি ;
আরও শুনেছিলাম—প্রিয়ে ক'রোনাক রোষ—
তোমার বাপের নাম—কি যেন—শম্ভুচরণ ঘোষ ;
স্ত্রীও বল্লেন হেসে "আর—ও—তুমি এত যুবা,
সুন্দর, যে তা বলেনি কেউ আমারে ; নতুবা
কাঁদতাম কি গো আমি, বল্লেন যখন মামী
মাকে 'বড়ই বুড় হ'ল আহা বাছার স্বামী ?'

আরও শুনেছিলাম তোমার বর্দ্ধমানে সাকিম ?
আরও শুনিছিলাম যেন তুমি একটা হাকিম।
বল্লেন গোপী—"হাঁ হাঁ আমি কাছাকাছি তাই,
ডেপুটির এক শালার আমি পিসীতত ভাই।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(১)

এজলাস বেশ বড় মেলা লোকও জড়—
মাচ্ছে সব পেয়াদা তাদের ঘুসি মুষ্টি চড়ও ;
ভীষণ রকম রোল যেন শত ঢোল
ঢক্ক, কাঁশি, শঙ্খ মিলে কচ্ছে গণ্ডগোল।
জিজ্ঞাসিলাম তা'দের "অদ্য এখানে কি হবে ?
চীৎকার কচ্ছ কেন হেন ষাঁড়ের মত সবে ?
এখানেতে ছুটে এসে সবাই জুটে
কচ্ছকিহে ? নেবে নাকি আদালতটা লুঠে ?
—"স্ত্রীচুরীর এক মোকদ্দমা" সবাই বল্ল উঠে।

(২)

শুনে আমি তাই ভিতরেতে যাই,
দেখ্‌লাম যাহা, হ'ল তাতে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপই ;—
একটিদিকে সেই জজবাবু, অন্যদিকে গোপী,
ব্যারিষ্টার—দাদা—মোটে নহেন সাদা—
ডেপুটিবাবুকে নিয়ে বোঝাচ্ছেন—গাধা।

(৩)

"হিন্দুশাস্ত্রমতে হুজুর স্ত্রীরত্ন মহৎ,
ইহা সকলেই জানে—মুনিদিগের মত ;
হীরা জহর ইহার কাছে লাগেনাক কিছু,
ছাগ, গো, মেষ, মহিষ, হস্তী ইহার চেয়ে নীচু ;—
স্ত্রীই বাড়ীর গিন্নী, হুজুর ! স্ত্রীই বাড়ীর দাসী ;
স্ত্রীই স্বামীর জমিদারি, তালুকদারী, চাষী ;
স্ত্রীই স্বামীর বাহার ; স্ত্রীই স্বামীর আহার ;
—একটি কথায় নাহি কিছু সমতুল্য তাহার।
শুধু এই কালের নহে পরকালের গতি ;
পুন্নরকে ত্রাণ জন্যও স্ত্রী দরকার অতি।
স্বর্গের যেটা সূত্র, মহামূল্য পুত্র,
জজবাবুর এই ভার্য্যা ভিন্ন আশা তস্য কুত্র ?"
বল্লেন উঠে গোপীর উকীল এই খানে চটি',
"প্রমাণেও জজবাবুর পুত্র কন্যা ন'টি।"
"তা বটে তা বটে" ব'লে চুলকাইয়া ভুরু
কল্লেন জজের ব্যারিষ্টারটি আবার বাক্য সুরু।—
"তা যাক্, কেবল দেখাবার যা উদ্দেশ্য আমার,
স্ত্রীধন অতি দামী, হুজুরে তা আমি
দেখায়েছি; পরে হুজুর করুন সুবিচার ;
এটাও দেখ্‌বেন ভেবে হুজুর জজটি অতি বৃদ্ধ,
মান্য এবং গণ্য, ও এই চুরীর জন্য
কত কষ্টে দিবানিশি হ'য়েছেন কি সিদ্ধ ;

বিশেষ তাঁর স্ত্রী অনুপমা সুন্দরী যুবতী,
(হেথা চুরীর মতলবটিও জাজ্বল্যমান অতি ;)
এবং হাতি সমান দিয়াছিও প্রমাণ,
গোপীকৃষ্ণ বয়াটে ও মাতাল সবিশেষই,
সে জন্য তার উচিত হওয়া সাজা খুবই বেশী।”

(৪)

উঠ্‌লেন ঝেড়ে গোপীর দক্ষ উকীল পরিশেষে,—
তাঁর চুল বেজায় কটা, মেজাজ ভারি চটা ;
আরম্ভিলেন বক্তৃতাটি ধীরে ধীরে ; কেশে ;
“এবিষয়ে সব-জজবাবুই—দোষী, তিনি ঘোর
পাপী এবং ব্যভিচারী, ভণ্ড এবং চোর,—
বল্লাম এই যাহা, প্রমাণ হবে—তাহা !
জান্তেন যখন স্যব জজবাবু অপরেরই স্ত্রী এ,
তবু গোপীর স্ত্রীকে সটাং এল্লেন ঘরে নিয়ে !
নাহি জ্ঞানকাণ্ড ? অকালকুষ্মাণ্ড ?
একেবারে খালি ওটার বিদ্যাবুদ্ধিভাণ্ড !!!
পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো, হতভাগা গাধা,
অনায়াসে হ’তে পারে যে, তাহার ঠাকুর দাদা ;
নিয়া গিয়া তারে, জ্ঞাত ব্যভিচারে
বিনাশিল ধর্ম্ম তাহার নিঃসঙ্কোচে ?—আরে—
তুই একটা জজ ; তা নাহি লজ্জা তোর কি ছাই ?
ম’রে যাবি যে টুক্ ক’রে কবে, তা ঠিক্ নাই ;
করেছিস্ ত বিয়ে বেটা শুধু টাকার জোরে,
অপূর্ব্ব সুন্দরী এই বালিকাকে ধ’রে ;

নিজের ছেলের বিয়ে, কোথা দিতে গিয়ে
নিজে এলি বিয়ে ক'রে ? তুই কি একটা মানুষ ?
তুই ত পশু, পক্ষী, মৎস্য, লাঠিম কিম্বা ফানুষ"।
বল্লেন চটে' ব্যরিষ্টারটি "উকীল মহাশয়! কেন
মক্কেলটিকে আমার, মিছে গালাগালি দেন ও ?"
"গালাগাল্লি ? ম'শয় আপনার মক্কেল অতি শুয়োর,
কোলাব্যাং—ওর যাওয়া উচিত ভিতরেতে কুয়োর ;
সেখানেতে লুকিয়ে, না খেয়ে, ও শুকিয়ে,
শীঘ্র ম'রে যাওয়া উচিত—এত স্বভাব কু ওর !
যখন জজের স্ত্রীকে নিয়ে গোপী কৃষ্ণ আসে
তখন আঁধার ঘুরঘুটে রাত্রিকাল, তা সে
গোপীকৃষ্ণ, প্রভু জানিত না কভু
সুশীলা যে অন্যের পত্নী—অনিবার্য্য যুক্তি ;
গোপীকৃষ্ণ পেতে পারে বেকসুরী মুক্তি ;
কিন্তু ঐ হাঁড়িমুখো বানর বেটাচ্ছেলে—
আজ্ঞা হ'ক এক্ষণই ওকে পাঠিয়ে দিতে জেলে ;
উনি আবার জজ ! বদমায়েস, পাজি, আরে খেলে যা,
নিজে চুরি করে, নালিশ—যা বেটা যা জেলে যা"।

(৬)

—"আবার গালাগালি" উঠ্‌লেন ব্যারিষ্টারটি ব'লে।
উকীল বল্লেন "চুপ কর ; নয় বাইরে যাও চ'লে,
আমার সময় দাদা, দিও নাক বাধা —
যেমন বেটা জজ তেমনি কি ব্যারিষ্টারটাও গাধা।"

—" কোর্টে অপমান? ভাল যদি চান"
বল্লেন আবার ব্যারিষ্টারটি—আপনি বেরিয়ে যান।"
"এও কি দাদা হয় বাপ—একি ছেলের হাতে মোয়া?
এমনি মার্ব্ব রগে চড় যে দেখ'বে সবই ধোঁয়া।"

(৭)

স্থরু পরে হাতাহাতি; পরিশেষে লাথালাথি
পরে চুলোচুলি এবং পরিশেষে "দাড়াদাড়ি"
দেখলেন শেষে হাকিম তখন হ'ল কিছু বাড়াবাড়ি;
বল্লেন "দেখ আদালতটা অনেকক্ষণই সয়েছে;
আর সইতে পারে না; তার বেশ অপমানটি হয়েছে;
এই অপমান করার দরুণ আদালত ও আইন,
তোমাদের প্রত্যেকের হ'ল হু'শো টাকা 'ফাইন'।

(৮)

এইরূপ প্রসঙ্গ হ'য়ে গেলে ভঙ্গ
দিলেন হাকিম তখন রায় তার এবম্বিধ মর্ম্ম—
"যাও—কর বাড়ী গিয়ে যা'র যা নিত্যকর্ম্ম;
বৃদ্ধ জজ হে! কাদম্বিনীই তোমার যোগ্যা ভার্য্যা;
গোপীকৃষ্ণ সুশীলাই তোমার স্ত্রী, আর যার যা
অন্য দাবী—ডিসমিস—পরে ইচ্ছা হয় ত কারও
"সিভিল কোর্ট খুব খোলা আছে, নালিশ কর্ত্তে পারো।"
জজটি অতি ক্লিষ্ট—গোপী অতি হৃষ্ট
হ'লেন তা'তে, অতি স্পষ্ট হ'ল সেটা দৃষ্ট;

সবার মাঝে সাফ, গোপী দিলেন লাফ্ ;
সুশীলাকে ধোরে' গেলেন গাড়ী ক'রে,
বৃদ্ধ জজকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়ে সজোরে।

মর্ম্ম।

১। হিন্দু বিবাহটা হয়ত খুবই আধ্যাত্মিক,
শুদ্ধ সেটা চুক্তি নয়—তা অবশ্যই ঠিক্ ;
কিন্তু বৃদ্ধ হয়ে বালিকাকে বিয়ে করায়
আধ্যাত্মিকতাটা একটু বেশী দূরই গড়ায় ;
সেরূপ বিবাহটা নিশ্চয় আত্মার মোক্ষ সেতু,
কিন্তু হয় তা প্রায়ই গৃহে অশান্তিরই হেতু।
২। ঘোম্টা যে জিনিষটা সেটা ভালই, তাই ব'লে,
সেটা ঠিক্ একটি গজ লম্বা না হ'লেও চলে।
যদিই অন্তে, পত্নীর চারু-চন্দ্রমুখখানি
দেখে খুসী হয় বা তাতে এমনই কি হানি ?
৩। রেলে যে'তে হ'লে সবাই স্ত্রী গাড়ীরই মোড়ে
আপন আপন স্ত্রীগুলিকে নিও বুঝে প'ড়ে।
৪। উকিলেই দেখ্‌বে অনেক কার্য্য যায় চ'লে,
মোকদ্দমা জেঁতেনাক ব্যারিষ্টারই হ'লে।

বৃদ্ধা কুমারী কাহিনী।

(১)

যুবতী কুমারীগণ শুন দিয়া মন
বৃদ্ধা কুমারীর এক আত্মবিবরণ ;
কি হেতু – যদিও আমি বয়সে পঞ্চাশ;
তথাপি কুমারী তার শুন ইতিহাস।

(২)

বয়স পনর যবে, ভাবিতাম মনে,—
সমস্ত জগত এসে লোটাবে চরণে ;
হইত বিস্ময় শুধু,—এতদিন হেন
সুঠাম চরণে তারা লুটায়নি কেন ?

(৩)

বিবাহ ত করিব না যতক্ষণ পায়
প'ড়ে, রাজপুত্র এক মরিতে না চায় ;
"বাঁচাও" বলিয়া যবে পায়ে পড়িবে সে;
উঠাব কনিষ্ঠাঙ্গুল দিয়া তারে হেঁসে"।

(৪)

দিন যায়।—হ'ল প্রায় বয়স বিংশতি ;
—রাজপুত্র গুলো দেখি আহাম্মক অতি !
মরিবার থাকিতেও এহেন সুযোগ;
সে সুখটা আজো কেহ করিলে না ভোগ

(৫)

দিন যায়।—হ'ল প্রায় বয়স ত্রিংশৎ ;
তথাপি ছাড়ি না আশা চেয়ে আছি পথ ;
জোয়ার ছাপিয়া ওঠে কূলে কূলে ঐ ;
—হায় তবে রাজপুত্র এল আর কৈ !

(৬)

বয়স চল্লিশ। ভাটা প'ড়ে গেছে ঐ ;
কি করি !—তবে না হয় মন্ত্রীপুত্রই সই ! ! !
কোটালের পুত্র ভিন্ন আসেনাক কেউ ;
এদিকেও নেমে যায় জোয়ারের ঢেউ।

(৭)

বয়স পঞ্চাশ।—সেই প্রবল ভাটায়
হুঃ হুঃ শব্দে শুষ্ক নদী বেগে বয়ে যায় ;
—কোটালের পুত্রই সই শেষে—হা কপাল !
কিন্তু রোস। সেই কোন্ আসে আজকাল ?

(৮)

বোধ হয় হ'বে গত বর্ষ দুই চা'র,
কোটালের পুত্রটাও আসেনাক আর।
—এইরূপে করি ভ্রমে রাজপুত্র আশ।
কুমারীই রহিলাম বয়সে পঞ্চাশ।

মর্ম্ম।

এ পদ্যের মর্ম্ম এই ;— প্রথমতঃ ভাই
পৃথিবীতে বড় বেশী রাজপুত্র নাই।

তদুপরি, যাঁ'রা আছে তা'রা চায় যত—
অপ্সরা না হো'ক—রাজকন্যাও অন্ততঃ।

(২)

দ্বিতীয়তঃ বেশীক্ষণ পথ চেয়ে, প্রায়,
আর কিছু না হোক্ জোয়ার ব'য়ে যায় ;
রূপ বাষ্প হ'য়ে উড়ে যায়, বেশী রেখে ;
টোপ জলে গ'লে যায় বেশীক্ষণ থেকে।

(৩)

যদি বুঝে টান নাহি দাও লাগসৈ,
পরে উঠিবে না কিছু, বড়্শীটি বৈ।

ভট্টপল্লীতে সভা।

(১)

একদিন ভট্টপাড়ায় মহা তর্ক হৈল,—
"তৈলাধারই পাত্র, কিম্বা পাত্রাধারই তৈল,"[১]
সে গভীরপ্রশ্ন, এবং সে বিষমতর্ক,
মীমাংসা করিতে মিলে যত পক্ক পক্ক,
পণ্ডিতেরা শেষে, ০ টোলে সবাই এসে,
কল্লেন মহাসভা একটা অস্মিন্ বঙ্গদেশে।

(২)

টোলের সেই মাটি, সযতনে ঝাঁটি,
পড়লো ক্রমে সরতঞ্চ ফরাস এবং পাটি ;

এলো নানাপ্রকার গুড়ুগুড়ি, গড়গড়ি,
বহুবিধ হুঁকো, কারো মাথায় বাঁধা কড়ি,—
কোনটির খোল নারকেলের আর কোনটির খোল রূপোর,
কোনটি বা ফরাসেতে বৈঠকেরই উপর ;
কোনটি বা কোণে দুঃখিত ক্ষুণ্ণ মনে,
প'ড়ে আছে—তা'দের যেন করেছে কেউ হেলা ;
যেন পাশে ব'সে আছে ছোট লোকে মেলা।

(৩)

সূর্য্য যাচ্ছে অস্ত, সবাই অতি ব্যস্ত,
সন্ধ্যার পরই পণ্ডিতেরা আস্‌বে মস্ত মস্ত ;
সবই হ'ল গোছান, হুঁকো টুকো মোছান,
পাটি টাটি বিছানো, ও 'ফরাস টারাস' ঝাড়া ;
অত্যাশ্চর্য্য যষ্টি' পরে প্রদীপ হ'ল খাড়া ;
দিবা গত হৈল, চাকরেরা রৈল,
পণ্ডিতদিগের অপেক্ষাতে—স্তব্ধ হ'ল পাড়া।

(৪)

—ইতি অবসরে, এস ভাল ক'রে,
দেখে নিই টোলটির এ চারিদিকে, পাঠক !
যেথা অভিনীত অদ্য হ'বে মহা নাটক,
টোলটিকে না মাড়িয়ে, বাহিরেতে দাঁড়িয়ে,
দেখব গিয়ে তাতে কেহ দিবেনাক আটক।

(৫)

টোলটির—নাম "নব হরিধাম,"
চারিদিকে অত্যাশ্চর্য্য চতুষ্কোণ,

বোঝানটা শক্ত যে তাঁর, কি আশ্চর্য্য কাজ,
যখন দেখনি সেণ্টপিটার, পার্লমেণ্ট কি তাজ;
তারি কারিকুরি, ক'রে, সকল চুরি,
ফ্রান্সদেশে রচেছিল 'ভার্সাই' চমৎকার,
(—স্বীকার করেন তাহা গেটে ও মোক্ষমূলার—)
বর্ণনা আর কর্ব্বনাক সে অপূর্ব্ব কর্ম্ম;
ইচ্ছা হয় ত দেখে এস সেই চারু হর্ম্ম্য।

(৬)

সেই হর্ম্ম্যের কোন স্থান বা সর্ষপ তৈলে মাখা;
কোথাও বা সিন্দুরেতে গণপতি আঁকা;
সে অপূর্ব্ব টোলে, কোথাও বা দোলে,
চিত্রপটটি শ্রীকৃষ্ণের—"শ্যাম বংশীধর বাঁকা।"
যমুনারই কূলে, কদম্বেরই মূলে;
(আহা)—যাহার জন্য শ্রীরাধিকা কালি দিলেন কুলে;
এরূপ চিত্র কেহ কভু দেখিনিক আগে,
কোথায় রাফেল আন্তোলোও টিসিয়ান লাগে,
—আর্য্যঋষিবর্গ বড় ছিলনাক যে সে,
ক'রে গেছে যা তাহারা আর্য্যাবর্ত্তে এসে,
পারিনিক কোন কালে কেহ কোন দেশে।

(৭)

সে কথাটা যাক্—দূর এ উড়ো তর্ক তুলে,
কি বল্‌তে যাচ্ছিলাম আমি সেটাই গেলাম ভূলে।
—এরূপ রমণীয় হর্ম্ম্যে এলেন সবাই ক্রমে,
বিদ্যানিধি শিরোমণি আদি; গেল জ'মে,

ক্রমেই সে টোল ; ব'লে হরিবোল ;
বসলেন পণ্ডিতেরা সবাই হ'য়ে নানা মুখো,
কা'র হাতে নস্যদান আর কা'র হাতে হুঁকো।

(৮)

সবাই অতি-ব্যস্ত, চাকরেরা ত্রস্ত,
জ্বালিল অমনি সেই প্রদীপসমস্ত ;
ক্রমে টোলের শোভা' হোল মনোলোভা,
কোথায় লাগে এথেন্স, রোম বা কোথায় ইন্দ্রপ্রস্থ।

(৯)

পণ্ডিতেরা বস্‌লেন সবাই কোলাকুলি ক'রে,
মহা ভ্রাতৃভাবে ; শেষে নানা কথার পরে,
উঠলেন নরহরি শাস্ত্রী—মনু হাতে ক'রে
বল্লেন একটু হেসে, মধ্য স্থলে এসে,
"হে বিদ্যারই ভাণ্ড, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড সম পণ্ডিতসমাজ,
সবাই ত জানেনই অদ্য সভার যে কি কাজ!
লেখে সবাই জানে, মার্কণ্ড পুরাণে,
"পাত্রাধারে তৈলং" কিন্তু শুনুন্ মনু থেকে,
"তৈলাধারে কাংস্য পাত্রে" এইরূপই লেখে,
আপনারা ইহার অতি করুন সুবিচার,
তৈলাধারই পাত্র' কিম্বা 'তৈল পাত্রাধার'।
যে বিচারের জন্য, হ'বেন বিশ্বগণ্য,
আর এ মূর্খ পৃথিবীতে হ'বেন ধন্য ধন্য ;

কেননা এ প্রশ্ন বিষম জটিল কুটিল অতি ;
কচ্ছে যাহা বসুন্ধরার বিশেষ বিষম ক্ষতি।

(১০)

তখন হ'ল তর্ক, পণ্ডিতেরা পক্ব,
দিলেন নানান্ অভিমত সব নানান্ শাস্ত্র দেখে,
আওড়ালেনও বহু শ্লোকে বেদ ও পুরাণ থেকে ;
বিদ্যারত্ন খুঁজেন ব্যাসে ; তর্করত্ন তিনি,
খুঁজেন বোপদেবে ; খুঁজেন গোস্বামী পাণিনি ;
শিরোমণি অলঙ্কারশাস্ত্র ; ন্যায়রত্ন
খুঁজেন ন্যায়শাস্ত্রখানি ক'রে অতি যত্ন ;
স্মৃতিরত্ন খোজেন পুরাণ ; শ্রুতি বৃহস্পতি।
জ্যোতিষ শাস্ত্র পাতি পাতি খুঁজেন সরস্বতী ;
—লাগলেন ক্রমেই সে মহা সমিতির প্রতি সভ্য,
প্রকাশ কর্ত্তে সে বিষয়ে স্বকীয় মন্তব্য।

(১১)

সে যজ্ঞে সে কর্ম্মে; সে তর্কে, সে হর্ম্ম্যে,
পণ্ডিতেরা মৎস্য সম হ'য়ে গেলেন ঘর্ম্মে ;
কার কথা কে শোনে, সবাই সভ্য জনে,
শোনান্ ওজস্বিনী ভাষায় নিজ নিজ মর্ম্মে ;
ক্রমশঃ সে মহাতর্ক হ'য়ে উঠ্‌ল চরম,
ক্রমেই সবার মেজাজ আর সে ঘরও হ'ল গরম।

(১২)

আমি—দেখেছি বার দশেক শান্তিপুরে রাস ;
ব্রিষ্টলে প্রদর্শনীতে গরু শপঞ্চাশ ;

'ওয়ারিকে' দু তিন হাজার কুকুর জাতির মেলা ;
মুঙ্গেরেতে দিনু বাবুর বাড়ীতে তাস খেলা ;
শুনেছি কলকাতার রাস্তায় ট্রামগাড়ির ঝন্‌ঝনি ;
বেহাই বাড়া ছেলেদিগের চেঁচামেচির ধ্বনি ;
সন্ধ্যাপূজায় কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর ঢক্ক ;
সান্যাল এবং চক্রবর্ত্তীর স্পেন্সার নিয়ে তর্ক ;
অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের জানি ছিল ভীষণ টঙ্কার ;
পড়েছিও রামায়ণে যুদ্ধের বিষয় লঙ্কার ;
কিন্তু যা দেখিছি, শুনেছি পড়েছি,—সব,
একত্রেতে জড়ালেও হয় অসম্ভব,
ঐ'গোলো সে ধূন্ধুমারি সে দুন্দুভি রব।

(১৩)

ক্রমে সবাই পরস্পরের অজ্ঞতা সম্বন্ধে,
কল্লেন ব্যক্ত তথা, বহু উদার কথা ;
ক্রমে সবার টিকী মহা আন্দোলিত স্কন্ধে ;
ক্রমে প্রেমভরে, সবাই পরস্পরে,
সে অপূর্ব্ব হরিসভায় 'নব হরিধামে',
সম্বোধিত লাগ্‌লেন শেষে ভাল ভাল নামে ;
হিন্দু শাস্ত্র ছেড়ে পরে দিলেন পরস্পরে,
ডাইরুনেরও বংশোৎপত্তির মতটা ব্যাখ্যা ক'রে ;
আরও সে সম্বন্ধে তাঁ'দের পুরুষদিগের আদ্য,
ক'রে দিলেন বন্দোবস্ত ভাল ভাল খাদ্য ;
ও সব উপায়ে, বিনা ভোজে, ব্যয়ে,
ক'রে দিলেন সুসম্পন্নও পরস্পরের শ্রাদ্ধ।

(১৪)

পরে সহ ভক্তি, গাঢ় অনুরক্তি,
ক'ল্লেন পরীক্ষা সেই সকল মহোদয় ব্যক্তি,
পরস্পরের উদরের পরিধি এবং শক্তি ;
দেখালেনও বাহুবীর্য্য, সেই সকল আর্য্য,
সবাই যেন অবতীর্ণ এক এক দ্রোণাচার্য্য ;
পরিধেয়ের পশ্চাতের বা সম্মুখেরই অংশ ;
(—কাছা কোঁচা) অনেকেরই হ'য়ে গেল ভ্রংশ ;
পরস্পরের কেশে, ধ'রে অবশেষে,
করে দিলেন পরস্পরের চুলেরও নির্ব্বংশ,
(—যদিও তাঁদের কেশ মাথায় করিবারে ছিন্ন,
ছিল নাক বড় বেশী এক এক টিকী ভিন্ন,
তবু সে প্রসঙ্গ, হ'য়ে গেলে ভঙ্গ,
বেড়ে গেল অনেকেরই টাকের চাকচিক্য ;)
মস্তকে বাড়িল আরো চুলের দুর্ভিক্ষ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(১)

এদিকে বাসুকি দেখেন উঠে নিদ্রা থেকে,
পৃথিবীটা গ্যাছে ভারি পূর্ব্ব কোণে বেঁকে ;
গোটা কতক খুঁটিরও হ'য়েছে সেথা ভঙ্গ ;
তখন ত বাসুকি দেখেন মেরে উঁকি
ভীষণ রকম আলোড়িত দক্ষিণ-পূর্ব্ববঙ্গ,
এবং বঙ্গ সমুদ্রে ঘোর উত্তালতরঙ্গ।

বাস্থকি সে ব্যাপার খানা বুঝ্‌লেন গিয়ে যেই,
তৎক্ষণাৎ—সেই একেবারে বলা কওয়া নেই—
দিয়ে সটাং পাড়ি, চ'ড়ে লেজের গাড়ী,
চলে এলেন অবিলম্বে—ইন্দ্রদেবের বাড়ী।

(২)

এদিকে ত শচী (সহ সহস্র সঙ্গিনী,
বাঁধাচ্ছিলেন রতির কাছে মারাত্মকী বি'নী,
যেন কালসর্প, অথবা কন্দর্প-
ফুলধনুর ছিলা, কিম্বা নিধু বাবুর টপ্প',)
শুন্‌ছিলেন ও স্থয়ো এবং দুয়োরাণীর গল্প
রতির কাছে ; হাস্‌ছিলেনও মিটিমিটি অল্প,
ভেবে, "অদ্য ইন্দ্র হ'বেন মুগ্ধ এবং জব্দ ;"
এমন সময় হ'ল ঘরে ফোঁস্‌ফোঁস্‌ শব্দ।

(৩)

"একি ! তাইত বাস্থকি যে, অকস্মাৎ যে হেন ?
ব্যাপারখানাটা কি ? আর এ বিষণ্ণ মুখ কেন ?"
বাস্থকি জড়িয়ে লেজে শচী দেবীর পায়,
ব'ল্লেন "রক্ষ রক্ষ মাতা রক্ষ বসুধায়,
নহিলে সে অবিলম্বে রসাতলে যায় ;
বঙ্গে যত মেলে, সরস্বতীর ছেলে,
করে মহা তর্ক—আর সে—দেখ্‌বেন বাইরে এলে,
সে তর্ক তরঙ্গে, উঠেছে যা বঙ্গে,
গ্যাছে ধরা পূর্ব্বকোণে বিষম রকম হেলে।"

শচী ব'ল্লেন "তাইত—এ ত বার্ত্তা ভয়ঙ্কর,
এখন উপায় ? আচ্ছা আগে আসুন্ পুরন্দর।
যা কর্ত্তব্য করা যাবে ক'রে পরামর্শ ;
রক্ষিব পৃথিবী, যাও মা, হ'য়োনা বিমর্ষ।"

(৪)

বাসুকি যান ঘর, এলেন পুরন্দর,
শুন্‌লেন ভীষণ বার্ত্তা সেই লোমহর্ষকর ;
পাঠালেন ত ডেকে, নানাস্থানে থেকে,
বরুণ, বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, ইত্যাদি বিস্তর
দেবগণে ; হ'ল মহা মন্ত্রণা গভীর ;
অবশেষে বৈকুণ্ঠেতেই যাওয়া হ'ল স্থির।

(৫)

সে সময় খাচ্ছিলেন বিষ্ণু মিঠে মোহনভোগ,
যে সময় উপস্থিত সেথা হ'লেন দেবলোক।
ব'ল্লেন বিষ্ণু শেষে "শুনি ওহে মান্যগণ্য
দেবগণ! অকস্মাৎ—এ—এ—এ হল্লা কি জন্য ?"
"ব'ল্লেন প্রণমিয়া ইন্দ্র" অদ্য সবে মেলে,
কৈল সভা ভট্টপাড়ায় সরস্বতীর ছেলে ;
সেথা অতি বিষম এবং জটিল তর্ক হৈল,
তৈলাধারই পাত্র কিম্বা পাত্রাধারই তৈল ;
সে তর্ক তুরন্ত, হ'ল সুদুরন্ত ;
হ'চ্ছে এখন মহাসমর !—বিষম বাহুযুদ্ধ,
বুঝি রসাতলে যায় বা পৃথ্বী স্বর্গ শুদ্ধ।

হেন যুদ্ধ করেনি কেউ—অমর, দানব, যক্ষ ;
প্রভো—বারম্বার, হয়ে অবতার,
পৃথ্বীরে রক্ষিলে তুমিই আর একবারটি রক্ষ ?”

(৬)

ব’ল্লেন বিষ্ণু “তাইত মোটে দশটি অবতার
ক’রে গেছেন পণ্ডিতেরা, ব্যবস্থা আমার ;
তাহার মধ্যে ন’টী, গিয়াছে ত ঘটি’
আছে একটী’, তাও যদি হ’য়ে ফেলি আজ,
তাহার পরে বোসে বোসে বেঁচেই বা কি কাজ ?
তবে শোন এর একটি খুব পরামর্শ আছে,
চল সবে মিলে যাইগে ব্রহ্মাদেবের কাছে !”

(৭)

তখন দেবতারা পড়েন ব্রহ্মাদেবের পায়
ব’ল্লেন “হে দেব ! তোমার সৃষ্টি রসাতলে যায়”।
শুন্‌লেন ক্রমে প্রজাপতি পরে সে বৃত্তান্ত ;
ব’ল্লেন ডেকে “বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র হও শান্ত” ;
হুকুম ক’ল্লেন ডেকে ব্রহ্মা দূতীকে “হে অম্বে !
সরস্বতীকে যাও ডেকে আন অবিলম্বে”।

(৮)

এদিকে ভারতী, মধুর স্বরে অতি,
বীণার স্বরের সঙ্গে ধ’রে অতি মৃদুতান
ভাঁজছিলেন ত ছাদে বসে, ইমনকল্যাণ ;

শুনে মুখে অম্বার, আজ্ঞা দেবব্রহ্মার,
এলেন বাণী পাল্কী চ'ড়ে অতি অবিলম্ব, আর
ভাব্‌তে ভাব্‌তে "বুড়ো কেন ডাকে" তা বারম্বার।

(৯)

সরস্বতী এলে, তাকিয়াতে হেলে,
ব'ল্লেন ব্রহ্মা, "শোন সরস্বতী, সবাই মেলে,
কৈল সভা ভট্টপাড়ায় তোমার যত ছেলে ;
সেথা হইল ঘোরতর্ক, এখন হ'চ্ছে যুদ্ধ ;
বুঝি রসাতলে যায় বা অদ্য সর্ব্বশুদ্ধ ;
তুমি যাও, ও সভাপতি হৃষীকেশের স্কন্ধে,
—অর্থাৎ রসনাতে ব'সে থামাও গে' সেই দ্বন্দ্বে"।
"তথাস্তু" বলে'ত চ'লে গেলেন সরস্বতী
নব হরিধামে—যথা সভা, সভাপতি।

(১০)

এল এখন মহা তর্কের সময় খতম হবার ;—
শ্রীহৃষীকেশ সভাপতি দাঁড়িয়ে মাঝে সবার ;—
তুলে দুই হস্ত, ও হ'য়ে মধ্যস্থ,
উচ্চৈঃস্বরে আদেশ ক'ল্লেন "ভবতু নিরস্ত ;
পণ্ডিতগণ, এ মহারণের কর এখন ভঙ্গ ;
থামাও না ভীষণ বাত্যা, নহেত এ বঙ্গ,
বঙ্গ কি ? ধরণীই, যাবে যে এখনই,
রসাতলে ; সামাল সামাল, এ তর্ক তরঙ্গ।

শ্বশুর বাড়ী হুগলির অন্তর্গত—গরিফায়।
তাঁহার স্ত্রীটি সভ্যা, শিক্ষিতা ও নব্যা,—
আরো সে (তা বল্‌তে গেলে সকল কথা খুলে)
পড়েছিলও বছর চারিক বালিকা ইস্কুলে।

(৪)

—এখন বালিকারা শিখ্‌লে লেখা এবং পাঠ,
ঘটেই না ঘটে কিঞ্চিৎ সামান্য বিভ্রাট ;—
তারা বাঁধে নাক খোপা, চুলটী ফেরায় তোফা,
সাড়ি এত বড় হয় যে বিরক্ত হয় ধোপা ;
শান্তিপুরে, বারাণসী, ঢাকাই যায় সব চুলোয়,
পরে এখন 'বোম্বাই, পঁচিশ হস্ত লম্বায়,
তাও এত কুঁচোয় যে তার ঘোম্‌টাতে না কুলোয় ;
তার নীচেতে পরে কামিজ, জ্যাকেট পরে গায়ে ;
পায়ে দেয় না আল্‌তা বরং মোজা পরে পায়ে ;
তার উপরে জুতো ; ইত্যাদি ; বস্তুতঃ
শীঘ্রই তা'দের জ্বালায় চোটে উঠে জ্যেঠী, মামী,
পিতামাতা সর্ব্বস্বান্ত—ক্ষেপে যায় তার স্বামী।

(৫)

সৌদামিনীর অবশ্যই ছিল সে সব দোষ ;
কিন্তু তাতে বড় কেহ কর্ত্তনাক রোষ ;
কারণ হরির শ্বশুর, রাধাকান্ত বসুর
টাকার ছিলনাক খাঁকৃতি ; তাই তাঁর এসব কসুর
"ইন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্ক" যেত সবই ঢেকে ;
খরচ হ'ত নাত দিতে কারুর পকেট থেকে ;

(গোলাকৃতি আকার, অসংখ্য গুণ টাকার
তিনিই এ কলিযুগের পরব্রহ্ম সাকার,)
আরো এটা বলে রাখি, সৌদামিনী অতি
রূপসী ও সাধ্বী দশবর্ষীয়া যুবতী।

(৬)

মোটে গত হ'ল প্রায় মাসেক যোগ,
দিয়েছেন বিবাহ সত্বর তদীয় মা বাপ,—
একবারটি হরির সঙ্গে চাক্ষুষী আলাপ।
আশৈশবই হরির পত্নী থাকেন বাপের বাড়ী;
দে'খতে তাই তিনি হেন সৌদামিনী
আস্‌চেন মহোল্লাসে অদ্য চ'ড়ে রেলের গাড়ী।

(৭)

হরিনাথ দত্ত ত একটি ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশে,
একধারে গাড়ীর বেঞ্চের ব'সে একটি পাশে,
বাইরের দিকে চাচ্ছিলেন ও চিবচ্ছিলেন পান,
এবং সত্বর রূপরাশি কর্চ্ছিলেন ধ্যান ;
(যেই রূপরাশি,—চাহনি ও হাসি,
পাবে নাক খুঁজে এলেও বৃন্দাবন ও কাশী।)

(৮)

দেখ্‌বেন সেই বঁধুর, বদনখানি মধুর,
ডাক্‌বেন কত ভালবেসে নামটি ধ'রে সত্বর ;
বল্‌বেন কি কি কথা, কি কি রসিকতা,
ক'র্ব্বেন সত্বর সঙ্গে তিনি অনেক দিনের পরে,—
ভেবে হরিনাথের মুখে হাসি নাহি ধরে।

(৯)

তিনি বাড়ী গিয়ে ঘরের দুয়োর দিয়ে
প্রথমতঃ ডাক্‌বেন স্ত্রীকে সম্বোধিয়ে "প্রিয়ে!"
সদু বল্‌বে "নাথ! তদুত্তরে বল্‌বেন তিনি
"প্রাণেশ্বরি! প্রিয়তমে! সদু! সৌদামিনি!"
দিবে উত্তর সদু, "প্রাণেশ্বর! বঁধু!
হৃদয়-বল্লভ! প্রভো! প্রাণনাথ! পতি!
সর্ব্বস্ব জীবিতেশ্বর"!—ব'লে সে যুবতী
তৎক্ষণাৎ তাঁর আলিঙ্গনে বদ্ধ নিঃসন্দেহ
মূর্চ্ছা যাবেই—সাম্‌লাতে তা পার্ব্বে নাক কেহ;
এই ভেবে হরিনাথের আকুল হ'ল প্রাণ,
চক্ষু দুটি হ'ল সিক্ত, মুখটি হ'ল ম্লান।

(১০)

ভাঙ্গলে সেই মূর্চ্ছা উঠে আবেগে অচিরে
বল্‌বেই সে নিয়মত ভাসি' অশ্রুনীরে।
"নাথ তব লাগি, নিশিদিনি জাগি,
কি হয়েছি দেখ হায় এ দেহ কি রহে,
তোমারি বিরহে প্রভো! তোমারি বিরহে?
পাষাণহৃদয়, নিষ্ঠুর নিদয়"!!
"নিষ্ঠুরে প্রেয়সি" তিনি বল্‌বেন তাঁরে চুমি,
"কিরূপে গিয়াছে দিন যে জান তা কি তুমি?"
দুইজনে আলিঙ্গিয়া নিঃসন্দেহ পরে
কাঁদ্‌বেন দু'চার খানিক ঘণ্টা চোঁচা উচ্চৈঃস্বরে।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে উক্তরূপে বিরহী সে হরি
কাঁদ্‌তে লাগল সত্যই শেষে ভেউ ভেউ করি'।

(১১)

পার্শ্বে একটি ভদ্র ব্যক্তি—জানিনা লোকটি কে—
অতি ফরসা রং, একহারা তাঁর ঢং,
টস্‌-টসে বৃদ্ধ, যেন আম্র সিদ্ধ,
বারম্বার সেই ভাবে মগ্ন হরিনাথের দিকে,
চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিলেন ঐ উক্ত সকল ব্যাপার ;
ভাব্‌ছিলেন কি লোকটার এ সব লক্ষণগুলো ক্ষ্যাপার ?
পরে যখন দেখ্‌লেন তিনি, আর্সি বাহির ক'রে
হরি সম্মুখেতে তারে অর্দ্ধঘণ্টা ধ'রে
চেয়ে তারই পানে অতৃপ্তনয়ান
মুখটি টিপে হাসেন, এবং আঁচড়ান নবীন দাড়ি',
বার্ণিশ করা জুতি, কালাপেড়ে ধুতি ;—
বুঝ্‌লেন ব্যাপার কতক ; তখন দূরের বেঞ্চি ছাড়ি',
বস্‌লেন গিয়ে অবিলম্বে হরির কাছে এঁসে ;
ক'ল্লেন অমনি আলাপ সুরু, দু তিনটি বার কেশে,—
মহাশয়ের নাম ? ও নিবাস ? কোথা হয় তাঁর থাকা ?
কোথা যাবেন ? কি করেন ? আর পান বা কত টাকা ?"
ইত্যাদি বিস্তর প্রশ্নে করি সুতদন্ত
জান্‌লেন সেই বুড়, ব্যাপারটি যা গূঢ় ;
তাঁহার নাম ও বাড়ী, 'নক্ষত্র ও নাড়ী'
জান্‌লেন সবই—হরির পত্নীর বয়সটি পর্য্যন্ত।

(১২)

এখন বুড়োর হাতের উপর ব'সে রোয়ে' রোয়ে'
'ঝুল্‌ছিল সময়টা যেন বেশী ভারি হ'য়ে।
ক'ল্লেন তখন ভদ্রলোকটি মনস্থ অগত্যা
সময়টাকে নিয়মত করিবারে হত্যা।

(১৩)

জিজ্ঞাসিলেন তিনি আবার "পঁহুছিবেন কটায়?
উত্তরিলেন হরি "রাত্রি আট্‌টা কিম্বা নটায়"।
—"চিঠি লিখেছেন?" "ইন্ বাঙ্গাল পেয়েছেন কি আমায়?
চিঠি লিখে শ্বশুর বাড়ী যায় কি কভু জামাই?"
—"সে কি বলেন?—আপনার জানেন যেতে হবে রাত?
তখন সব যে ঘুমিয়ে পড়্‌বে, পাবেন না যে ভাত।"
--"হ্যাঁঃ হয় কভু কি এ,—একটি বছর বিয়ে,
পায় না খেতে জামাই নতূন শ্বশুরবাড়ী গিয়ে?
যাব এমনি হঠাৎ যে সেই হর্ষের মহা ঝড়ে,
বিরহিণী সদ্য আমার মূর্চ্ছায় যাবে প'ড়ে।"
এই ব'লে হরি আবার আয়না ক'রে বে'র
দেখে নিলেন গর্ব্বে নিজের চেহারাটি ফের।

(১৪)

এখন ভদ্রলোকটির স্বভাব একটু রসিক ধাঁজের;
ছেড়ে দিয়ে তখন তিনি ওসব কথা বাজের,
ব'ল্লেন একটু কেসে; মৃদুমন্দ হেসে,
"মহাশয়ের চেহারাটি অতীব সুচারু,
মনে ত পড়ে না এমন দেখেছি যে 'কারু';

তবে,—একটি কথা খাঁটি, এমন পরিপাটি—
চেহারাটি দাড়িতেই করেছে যে মাটি।”
হরিনাথের সে বিষয়ে হ’ল কিছু সন্দ’,
ব’ল্লেন “ক্যান? এ দাড়িটারে কিসে দেখেন মন্দ?
—“জানেন নাকি কিসে?—এহেন মিস্-মিসে—
কালো দাড়ি রাখে শুধু বাবুর্চ্চি সহিসে;
এহেন কোঁকড়ানো ঘন, এত লম্বা দাড়ি—
রাখে মুর্দফরাস মুচি, দর্জি এবং হাড়ি।
এখনকার সব দাড়ির ফ্যাসন—করেননিক পাঠও—
দাড়ি হবে সোজা, ছুঁচলো, কটা এবং খাটো;
আঃ—রাম! হেন, দেশী এবং ধেনো,
দাড়ি বুদ্ধিমান্টি হয়ে রেখেছেন তা জেনে ও?
এখনই কামিয়ে হরিবাবু ফেলে দেন ও।”

(১৫)

শুনে এই সব; হরি ত নীরব;
ভাব্লেন তিনি ‘তাইত—কিরূপে মায়া ছাড়ি’—
ফেলে দিই বা এত দিনের যত্নের হেন দাড়ি?
ভদ্রলোকটি বুঝলেন তখন হরিনাথের সন্দ’,
ব’ল্লেন তিনি শেষে, আবার একটু কেসে,
“এঁরা বিশেষতঃ শিক্ষিতা স্ত্রী যত
দাড়িফাড়ি একবারেই করেনা পছন্দ;
অতিশয়ই রাগে এবং অতিশয়ই চটে।”
তখন ত সাগ্রহে হরি ব’ল্লেন “বটে? বটে?

সত্যি ?”—“নয় কি মিথ্যে—মিথ্যে কইবার আমার মানে ?
এ কথা কল্‌কাতার মশয় সকলেই ত জানে।
“কিন্তু এ যে বহুদিনের ?” বুলাইয়া হাত
আর্সি সাম্‌নে ধরি, ব’ল্লেন আবার হরি ;—
“এত যত্নের দাড়ি—ফেলে দিব অকস্মাৎ ?”
“দেবেন না ত দেবেন নাক ; হ’লে একটু সাফ—
আপনার সুন্দর বদনখানি আমার তাতে লাভ ?”
এইটি বোলে বৃদ্ধ একটু চোটে যেন গিয়ে ;
হেলান দিলেন, মুখটি ঢেকে হাতের বহি দিয়ে।

(১৬)

“তাইত, তাইত” বোসে আবার ভাব্‌তে লাগলেন হরি
“কামাব—কি কামাব না ?—এখন যে কি করি ?”
হঠাৎ ভদ্রলোকটি ব’ল্লেন, কেতাব ক’রে বন্ধ
“আর—ও—ছি ছি একি, আসুন্ দেখি দেখি ;
দু এক গাছ যে পাকা ; হেথায় সে দেখি বাঁকা ;
অহো রাম ! দাড়িতে কি এমনও দুর্গন্ধ !
ওয়াক্-ওঃ ওয়াক্ !”—“সত্যি নাকি ?”—ওয়াক্ !
কি গন্ধ ! ও—মা গো ! আপনি বাঙ্গালই নিঃসন্দ।”
“বলেন কি ?” “হ্যা দেখ্‌তে পান্‌না ? আপনি নাকি অন্ধ ?
এ দাড়িও রাখে ? আঃ ছ্যাঃ ! নিয়ে উক্ত দাড়ি—
সত্যি কথা বল্‌তে কি তা—গেলে শ্বশুর বাড়ী,
ভাব্‌বে আপনাকে ডোম, কি মুর্দ্দফরাস হাড়ি !

ওয়াক্‌ ও অথুঃ—আপনার সেই সহ্‌—
দেখ্‌বে আপনার দাড়ি মশয়, এবং শুঁক্‌বে যবে
চুমো খাওয়া দূরে থাক্‌ সে, কথাও না ক'বে।”

(১৭)

এবার হ'লেন হরিনাথ ত সম্পূর্ণ পরাস্ত—
ব'ল্লেন তখন মহোৎসুক্যে হয়ে ভারি ব্যস্ত—
"মহাশয় তবে দেখুন, উপায় কি যে এখন,
এ দাড়িটা কামাই কোথা ?”—“কেন, বৰ্দ্ধমান।”
“সেখানেতে নাপিত আছে ?”—“কতগণ্ডা চান ?”
তখন ত ঠিক্‌ হ'ল, থাম্‌লে বৰ্দ্ধমানে গাড়ী
হরিনাথ সেই অবসরে কামিয়ে নেবেন দাড়ি।

(১৮)

ঘট্‌ ঘট্‌ ঘট্‌—শোঁ, ঘটক্‌ ঘটক্‌—পোঁ,
বৰ্দ্ধমানে ক্রমে গাড়ী এল ক'রে চোঁ।
এবং সেই বৰ্দ্ধমানে যেই থামা গাড়ী
নাম্‌লেন অমনি হরিদত্ত কামাতে তাঁর দাড়ি ;
সবিশেষ অন্বেষণে বৰ্দ্ধমান ইষ্টেশনে,
পেলেন একটা নাপিত—কিন্তু কার কথাটি কে শোনে,
কারণ সেটি ১২৮২ শাল, যে সনে
নবীনের হয় দ্বীপান্তরটি বিচারেতে সেশনে ;
সবাই ব্যস্ত সেই গল্পে, পড়েছে ঢিঢিকার ;—
অনেক অনুনয়ে নাপিত কথঞ্চিৎ ত স্বীকার।

(১৯)

এখন দাড়ি অতি প্রবীণ, নাপিত অতি নবীন,
বাকি সময় আট মিনিট ; "এত তাড়াতাড়ি
হবে?" —ভাব্‌ল পরামাণিক—"কামান এ দাড়ি ?"
যাহ'ক সে বিষয়ে চিন্তা ক'ল্লেই নিজের ক্ষতি ;
(নাপিতেরও পয়সার সেদিন টানাটানি অতি)
বল্ল "একটি টাকা নেবো কামাতে এ মস্ত
প্রবীণ দাড়ি।" হরি স্বীকার ; করি তায় টাঁকস্থ,
পরামাণিক ভাইর ক্ষুরটী ক'রে বাহির,
শীঘ্র বসা হল কর্ত্তে নৈপুণ্য তাঁর জাহির।
চোঁচা তৎক্ষণাৎ কচাৎ কচাৎ
কাঁচিতে বাঁদিকের দাড়ি হোলত নিপাত ;
তাতে পড়্‌ল সাবান জল, আর ক্ষুরে পড়্‌ল শান ;
ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস, ফ্যাঁস ফ্যাঁস ফ্যাঁস,
হ'ল শীঘ্র পরামাণিকের নৈপুণ্য প্রমাণ—
কাস্তেতে নিহত যেন অগ্রহায়ণের ধান,
পড়্‌লো সেই ক্ষুরে দাড়ি সেইমত, আরি
বাঁদিকের মুখটা তাঁর ক্রমে হ'ল পরিষ্কার।
এখন, নাপিত হাঁছি', লাগাইল কাঁচি—
দিকে অপর অৰ্দ্ধে। এমন সময় বৰ্দ্ধ-
মানে রেলের ঘন্টা জোরে পড়ল তিনটি বার ;
ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং,
শোনা গেল সেটি' অতি পরিষ্কার ও সাফ
—(পাঠকম'শয় এ সময়টা কর্ব্বেন আমায় মাফ

যদি, গোলে ছন্দ, হয় বা কিছু মন্দ)—
হরি ত আর নেই,—চোঁচা, দিলেন একটা লাফ ;
চাদর মাদর ফেলে, লোক জন ঠেলে,
উঠ্‌লেন গিয়ে, বহুৎ কষ্টে, পুনরায় রেলে।

(২০)

এখন বলি এখানেতে, সত্য কথাটা কি—
তখনও সময়ের ছিল পাঁচটি মিনিট বাকি ;
সেটি মোটে প্রথম ঘণ্টা ; সকলেই জানে
দুবার ঘণ্টা চিরকালটা পড়ে বর্দ্ধমানে।
পাঁচটী মিনিট হরিনাথ ত বোসে রইলেন খাড়া ;
তবে পড়্‌ল ঘণ্টা আবার তিনবার ; ও তা ছাড়া,
এঞ্জিন কল্ল শোঁ, পরে কল্ল পোঁ,
ভক্‌ ভক্‌ ভক্‌, ঘটক্‌ ঘটক্‌,
নড়ল সেই গাড়ি, পরে ঘট্, ঘট্, ঘট্,
চল্ল, ষ্টেশন প্লাটফর্ম ক্রমে ছাড়িয়ে গে'ল চট্।
গেল সে রেল গাড়ি বর্দ্ধমান ছাড়ি ;
রইলই কামান অর্দ্ধ হরিনাথের দাড়ি।

(২১)

তখন, ভদ্রলোকটি হেসে হরির কাছে এসে,
বল্লেন তিনি---"একি মহাশয় ?" কোরে ফেল্লেন একি?"
উত্তর দিলেন ক্রুদ্ধ হরি—"মশয় দেখুন দেখি,
আপনার সেই কুপরামর্শে দাড়ির অবস্থাটি—"
"তাইত একেবারে দাড়ি করেছেন যে মাটি !

(১৯)

এখন দাড়ি অতি প্রবীণ, নাপিত অতি নবীন,
বাকি সময় অষ্ট মিনিট ; "এত তাড়াতাড়ি
হ'বে"—ভাব্‌ল পরামাণিক—"কামান এ দাড়ি ?"
যাহ'ক সে বিষয়ে চিন্তা ক'ল্লেই নিজের ক্ষতি ;
(নাপিতেরও পয়সার সেদিন টানাটানি অতি)
বল্ল "একটি টাকা নেবো কামাতে এ মস্ত
প্রবীণ দাড়ি।" হরি স্বীকার ; করি তায় টাঁকস্থ,
পরামাণিক ভাইর ক্ষুরটী ক'রে বাহির,
শীঘ্র বসা হল কর্ত্তে নৈপুণ্য তাঁর জাহির।
চোঁচা তৎক্ষণাৎ কচাৎ কচাৎ
কাঁচিতে বাঁদিকের দাড়ি হোলত নিপাত ;
তাতে পড়্‌ল সাবান জল, আর ক্ষুরে পড়্‌ল শান ;
ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস, ফ্যাঁস ফ্যাঁস ফ্যাঁস,
হ'ল শীঘ্র পরামাণিকের নৈপুণ্য প্রমাণ—
কাস্তেতে নিহত যেন অগ্রহায়ণের ধান,
পড়্‌লো সেই ক্ষুরে দাড়ি সেইমত, আর
বাঁদিকের মুখটা তাঁর ক্রমে হ'ল পরিষ্কার।
এখন, নাপিত হাঁছি', লাগাইল কাঁচি—
দিকে অপর অর্দ্ধ, এমন সময় বর্দ্ধ-
মানে রেলের ঘণ্টা জোরে পড়ল তিনটি বার ;
ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং,
শোনা গেল সেটি' অতি পরিষ্কার ও সাফ
—(পাঠকম'শয় এ সময়টা কর্ব্বেন আমায় মাফ

যদি, গোলে ছন্দ, হয় বা কিছু মন্দ)—
হরি ত আর নেই,—চেঁচা, দিলেন একটা লাফ ;
চাদর মাদর ফেলে, লোক জন ঠেলে,
উঠ্‌লেন গিয়ে, বহুৎ কষ্টে, পুনরায় রেলে।

(২০)

এখন বলি এখানেতে, সত্য কথাটা কি—
তখনও সময়ের ছিল পাঁচটি মিনিট বাকি ;
সেটি মোটে প্রথম ঘণ্টা ; সকলেই জানে
দুবার ঘণ্টা চিরকালটা পড়ে বর্দ্ধমানে।
পাঁচটী মিনিট হরিনাথ ত বোসে রইলেন খাড়া ;
তবে পড়্‌ল ঘণ্টা আবার তিনবার ; ও তা ছাড়া,
এঞ্জিন কল্ল শোঁ, পরে কল্ল পোঁ,
ভক্‌ ভক্‌ ভক্‌, ঘটক্‌ ঘটক্‌,
নড়ল সেই গাড়ি, পরে ঘট্, ঘট্, ঘট্,
চল্ল, ষ্টেশন প্লাটফর্ম ক্রমে ছাড়িয়ে গে'ল চট্।
গেল সে রেল গাড়ি বর্দ্ধমান ছাড়ি ;
রইলই কামান অর্দ্ধ হরিনাথের দাড়ি।

(২১)

তখন, ভদ্রলোকটি হেসে হরির কাছে এসে,
বল্লেন তিনি--"একি মহাশয় ?" কোরে ফেল্লেন একি?"
উত্তর দিলেন ক্রুদ্ধ হরি—"মশয় দেখুন দেখি,
আপনার সেই কুপরামর্শে দাড়ির অবস্থাটি—"
"তাইত একেবারে দাড়ি করেছেন যে মাটি !

এমনও কি করে?—তবে হ'য়েছে এক লাভ,
মুখের তবু কতকটা ও হ'য়ে গ্যাছে সাফ।"
বোলে' উচ্চৈঃস্বরে হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ কোরে,
ভদ্রলোকটি হাসলেন চোঁচা দশটি মিনিট ধোরে।

(২২)

হরিনাথ ত রইলেন ব'সে চুপটি করে, রেগে ;
হুগ্‌লীতে থামলে সে গাড়ি, অতি তীব্র বেগে,
ট্রেনটি থেকে নেমে, একটুও না থেমে,—
(সবাই তাকায় মুখের পানে সাহেব এবং মেমে)
দিয়ে ছুট, ভাড়া ক'রে একখান ছ্যাকড়া গাড়ি,
হরিনাথ—আর কথাটি নেই, চোঁচা দিলেন পাড়ি।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(১)

রাত্রি হবে দুপর, বাড়ির মধ্যের উঁপর,
সৌদামিনী এবং তার কনিষ্ঠ বোন, এই দু'য়ে,
জুড়ে, তাঁদের দিদি মায়ের দুইটি দিকে শু'য়ে,
অকাতরে মাটির মতন ঘুমুচ্ছেন ত পড়ে'।
বাড়ি অতি স্তব্ধ, নাহি সাড়া শব্দ—
হেনকালে উত্তরিলেন হরি নৌকা চ'ড়ে ;
হোল দেরি বেকুফিতে হরির নৌকার মাঝির—
তাইতে হরি শ্বশুর বাড়ি দু'পুর রাতে হাজির।

(২)

মহা হুড়োহুড়ি এবং মহা ডাকাডাকি,—
জেগে উঠ্‌লো সবাই, ভেবে 'ডাকাত পড়ল নাকি ?'
চাকরেরা উঠে সবাই লাঠি ক'রে খাড়া,
হতভাগ্য হরিনাথকে কল্ল বেগে তাড়া ;
কর্ত্তা বাবু উঠে, ছাদে এলেন ছুটে—
কড়াক্কড় এক হুকুম দিলেন নীচেতে না নামি',—
"মারো বেদম বজ্জাৎ চোরকো"—"আমি আমি আমি"
চীৎকারিলেন হরিনাথ ত,—"দেখুন নেমে এসে—
আমি"—আর—সে আমি—চোঁচা তস্য পশ্চাদ্দেশে,
পড়লো দু তিন লাঠি, যুদ্ধে নাহি অাঁটি,
হরিনাথ ত উপড় হোয়ে কামড়াইলেন মাটি।

(৩)

সবাই তাঁরে বাঁধে, পরে নিয়ে কাঁধে ;
নিয়ে এল বাবুর কাছে ; সেথা ভারে নামাই',
দিল মনঃপূত জোরে দুদশ জুতো ;
কর্ত্তা বল্লেন "বেটা, রাখে তোরে কেটা ?
শীঘ্র নাম টা তোর বল্ ত শালা চোর ;—
দুপর রেতে ডাকাতি ?—কে বল্ না শালা আমায়,"
"ডাকাত নহি, চোরও নহি, শালাও নহি,—জামাই"
বল্লেন শেষে হরিদত্ত, ক্রমে হাঁফ ছাড়ি'।
"জামাই !—তবে কোথা গেল একটা দিকের দাড়ি ?
বেটা যণ্ডামার্ক বজ্জাৎ ! আবার বলে জামাই, এঃ—
অর্দ্ধেক দাড়ি গেল কোথা ?"—"ফেলেছি তা কামাইয়ে।"

(৪)

পরে পাহাড় সমান, হরি দিলেন প্রমাণ—
যে তিনি ঠিক ডাকাইত নহেন, জামাইই বস্তুতঃ ;
তখন শ্বশুর ম'শয় হ'লেন দারুণ অপ্রস্তুত, ও
লজ্জায় যেন কাঁথা,—চুলকাইয়া মাথা,
বলেন "বটে বটে, কিন্তু এমনও কি করে ?
চিঠী নাহি লিখে হাজির রাত্রি দ্বিপ্রহরে !
ছিঃ ছিঃ রাম রাম ! বল্‌তেও হয় নামও ;
এত লাঠি, 'আমি' ভিন্ন কথা নাহি সরে।
তাতে অর্দ্ধ দাড়ি শূন্য ! এমনও কি করে ?
এখনি অগত্যা হত যে গোহত্যা—
অর্থাৎ—যাহক্ শোওগে বাছা বাড়ির ভিতর গিয়ে।"
(স্বগত) "এ গরুর সঙ্গেও দিইছি মেয়ের বিয়ে !"

(৫)

হরিনাথ ত শুলেন গিয়ে বিনা বহু কথা—;
"অভ্যর্থনার স্থরু হ'ল কিছু গুরু ;
হবে এটা হুগলিজেলার অভ্যর্থনার প্রথা,
খেতে দিলেও বুঝতাম, সেটা হত কড়ামিঠে,
তা দিলে না মোটে, মরি ক্ষুধার চোটে,
পেটে প়ড়ল দ', আর লাঠি জুতো পড়ল পীঠে।
যাহোক দেখি, প্রিয়ার মুখপঙ্কজে নেহারি,
পেটের পীঠের জ্বালা যদি ভুসিতেও পারি।"

ভাব্‌ছেন হরি হেন শুয়ে বিছানার উপরে ;—
এদিকে সদুর মা গিয়ে সদুকে তাঁর জাগিয়ে,
অনেক ক্ষণটি যুঝিয়ে, ভোগা দিয়ে, বুঝিয়ে,
পাঠালেন সদুকে শেষে হরিনাথের ঘরে।

(৬)

প্রবেশিল ঘরে সদু, সহ হৃৎকম্প ;
হরি অমনি, দিয়ে একটি ছোট খাটো লম্ফ,
তারে বুকে নিয়ে, বল্লেন "অয়ি প্রিয়ে—"
হলনা কর্ণে তাঁর বেশী সম্ভাষণ সুমধুর—
"ওগো মেরে ফেল্লে মা গো"—মূর্চ্ছা হ'ল সদুর।
তখন, সদুর মাতা উঠে,—এলেন ঘরে ছুটে,—
দেখ্‌লেন যে তাঁর সৌদামিনী ধরায় পড়ে' লুঠে ;
এবং তাঁহার জামাতা—থেকে তস্য পা, মাথা
পর্য্যন্ত আড়ষ্ট, খাড়া, মুখটি কোরে ফাঁক,
(একটি দিকে দাড়িশূন্য)—নিষ্পন্দ নির্ব্বাক্।
দেখে গিন্নী আগুন, তেলে যেন 'বাগুন',
বল্লেন তিনি চীৎকারিয়া,—"হনুমানটা, কেরে,
সোণার বাছা সদুকে তুই ফেলেছিস্ যে মেরে ;
সোনার মেয়েটিরে বিয়ে দিল কিরে
কায়তের এক ঢেঁকি, বুড়ো বাঁদর হতচ্ছিরে ?
বাবুই ত ঘটাল এ, এত ছিল জানাই ;
আমি ত এ বরাবরই করিছিলাম মানাই ;—

বেরো বুড়ো, বাড়ি থেকে বেরো, শিঘ্‌ঘির বেরো ;
দেখ্‌ছিস্‌ ও কি চেয়ে ;—আহা সোণার মেয়ে !—
কপালেরই গেরো গো!—সব কপালেরই গেরো।”
তখন সত্নর মা, তার মুখে জলের ছিটে দিয়ে,
সত্নকে বাঁচিয়ে, সঙ্গে চলে’ যান ত নিয়ে।

(৭)

দেখে ব্যাপার এই, হরি ত আর নেই ;—
খেয়ে উক্ত তাড়া দিলেন নাক সাড়া,
ভাব্‌তে লাগলেন একেবারে সঙের মত খাড়া ;
হোল ভঙ্গ আহা তাঁহার সারা পথের আশা,
ভুলে গেল সৌদামিনী এত ভালবাসা ?
কই ত এরূপ চোঁচা মূর্চ্ছা স্বামী দরশনে,
দুর্গেশনন্দিনী, কিম্বা মৃণালিনী,
গিয়াছিল কভু যে, তা পড়ে না ত মনে।
চাহিলেনাও ভাল কোরে কহিলেনাও কথা।—
আরও জামাইয়ের এ কিরূপ অভ্যর্থনার প্রথা,
আহারের সঙ্গে ত মোটে নাইক নামগন্ধ,—
আদর সুরু লাঠি জুতায়—শেষে অর্দ্ধচন্দ্র।
যাহক্ এ সব ভেবে কি জানি, যান ক্ষেপে
পাছে তিনি ; ছাড়ি’ সাধের শ্বশুর বাড়ি,
জেগে’ সারা রাত্রি প্রাতে কামাইয়া দাড়ি,
চড়ে’ পুন নৌকা, ছ্যাক্‌ড়া এবং রেলের গাড়ি—
উক্ত দিনই, হরিনাথ, ফের পাটনায় দিলেন ‘পাড়ি’।

মৰ্ম্ম।

প্রথমতঃ ;—নিজের কার্য্য ফাঁকি দিয়ে, বড়
প'ড়োনাক উপন্যাস ;—আর যদি কিছু পড়
নিতান্তই, পোড়ো' ভাল কাজের বহি ; ধেনো
উপন্যাসের অধিকাংশই গাঁজাখুরি জেনো।
দ্বিতীয়তঃ ;—দাড়ি কভু তাড়াতাড়ি
কামিওনা ; চোলে যায় তা যাক্ না রেলের গাড়ি ;
না হয় দেরিই হ'ল এক দিন যেতে শ্বশুরবাড়ি।
তৃতীয়তঃ—কাউকে বেশী করোনা বিশ্বাস,
এবং নিজের বাড়ির কথা কোরোনাক ফাঁস
যাহার তাহার কাছে ;—এজগতে আছে
হরেক রকম মানুষ, সেটা দেখে নিও শিখে—
শেষতঃ, যেওনা কোথাও চিঠি নাহি লিখে।

ডিপুটি কাহিনী।

(১)

তড়বড় খেয়ে ভাত দড়বড় ছুটি—
আপিসেতে চলে' যান নবীন ডিপুটী ;—
অতি এক লক্ষীছাড়া, ছক্কড় করিয়া ভাড়া
তাতে দুটি পক্ষিরাজ বাঁধা—
একটি লোহিত বর্ণ, অপরটি সাদা।

(২)

পরিয়া ইংরাজি প্যাণ্ট গলা অাঁটা কোটে,
—চাপকান অঙ্গে আর রোচেনাক মোটে,
অথচ ইংরাজি সজ্জা, পরিতেও হয় লজ্জা,
ভয়েতেও কতকটা বটে,
বাবুদের সাহেবিতে সাহবেরা চটে ;

(৩)

এদিকে অন্তরে জাগে ইচ্ছা অবিরত
সাহেবিটা,—বাহিরেতে পোষাকে অন্ততঃ ;
কেরাণীর চাপকান, পরিতেও অপমান,
এই বেশ তাই পরিবর্ত্তে—
ত্রিশঙ্কুর মত, স্থিতি না স্বর্গে না মর্ত্তে।

(৪)

তদুপরি, শোভে শিরে ধূম্রপানসেবী
সাহেবের ক্যাপ—নয় অথচ সাহেবি—
কিনারা উল্‌টানো তার, কিরকম বোঝা ভার,
অনেকটা যেন বহুরূপী ;
চিৎপুরে উদ্ভাবিত অত্যদ্ভুত টুপি।

(৫)

এবম্বিধ পরিচ্ছদে সুভূষিত অতি,
ডিপুটিপ্রবর চড়ি' মৃদুমন্দগতি
প্রাগুক্ত পুষ্পকরথে, উপনীত আদালতে,—
তাড়াতাড়ি এজলাসে উঠি,
ডাকিলেন বেঞ্চ ক্লার্কে নবীন ডিপুটি !

(৬)

পরে যত ফরিয়াদি আসামী, বেবাক
পড়িল তাদের সব ঘন ঘন ডাক ;
হল সাক্ষী এজাহার, ছাঁকা মিথ্যা, পরিষ্কার,
পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা ভরে' গেল তায় ;
ডিপুটী দিলেন পরে দীর্ঘ এক 'রায়'।

(৭)

বিচার সমাপ্ত করি', সিগারের ধূমে
করে নিয়ে 'ডিনিস্ফেক্ট' এজলাস 'রুমে',
ছাড়িয়া ইংরাজিগৎ, করে' মেলা দস্তখৎ,
ক'রে মোকদ্দমা দিন ধার্য্য ;
ক'রে দুটো ছোটথাটো রেভিনিউ কার্য্য ;

(৮)

চলিলেন, এজলাস হতে শেষে উঠি,
চড়িয়া পুষ্পকরথে আবার ডিপুটি ;
আর্দ্দালি ও বাক্স হস্তে, চলে সঙ্গে ; শশব্যস্তে
সরে' যায় পুলিশ প্রহরী ;
ডেপুটি স্বগৃহে যান, কার্য্যশেষ করি।

(৯)

সেথানে বসিয়া তাঁর সুমিষ্টভাষিণী,
সুমন্দগমনা, গৌরী, মধুরহাসিনী
নবপরিণীতা প্রিয়া, ঘরেতে দরজা দিয়া,
নিদ্রায় যাপিয়া দীর্ঘ দিবা,
আসিলেন পার্শ্বে তাঁর,—মনোহর কিবা !

(১০)

একে মিষ্ট, তা'তে হস্তে মিষ্টান্নরেকাবী,
—(সোণায় সোহাগা)—আর অঞ্চলেতে চাবি,
পায়ে মল, হাতে বালা, অধরেতে মধুঢালা,
কৃষ্ণকেশ-কবরী সুরভি ;—
(আশে পাশে ঘোরে ঝিটা—নিতান্ত অকবি !)

(১১)

ডেপুটি আপিস হ'তে, অন্তঃপুরে এসে,
একেবারে গ'লে গিয়ে ফেলিলেন হেসে—
সার্থক জীবন যার, ঘরে হেন পরিবার ;
বারম্বার তিনি তার পানে
চাহিলেন,—(অকবি ঝি তবুও এখানে ?)

(১২)

যাহা হোক্ ! জলযোগে স্নিগ্ধ করি মন,
আসিলেন বহির্দ্দেশে ; সেবি' কিছুক্ষণ
তাম্বুল ও তাম্রকূটে, পরে 'চ্যার' হ'তে উঠে,
উড়ূনি উড়ায়ে, গুটি' গুটি'
চলিলেন 'হাওয়া খেতে—নবীন ডেপুটি।

(১৩)

প্রত্যহ সন্ধ্যায় হয় মুন্সফ বাবুর
বাহিরের ঘরে সভা, তথায় প্রচুর
তর্ক, পরনিন্দা চর্চ্চা, (হয় যাহা বিনিখর্চ্চা)
হয় তাহা সেথা প্রতিরাত্র ;
(তামাকের ব্যয় তাহে হুছিলিম মাত্র)

(১৪)

তথায় বিচার করি' বিবিধ চরিত্র ;
রমণী-জাতির নানা সতীত্বের চিত্র ;
অমুকের ভূল রায়, আপীলের পরীক্ষায়
যাহা প্রায় কখন না টিঁকে ;
কি বলিয়াছিল শ্যাম দুকড়ির স্ত্রীকে ;

(১৫)

ইত্যাদি সমালোচনা, তর্ক, আবিষ্কার,
তুলনা, উপমা, যুক্তিখণ্ডন, বিচার,
নিষ্পত্তি, ব্যবস্থা, হাস্য—সঙ্গে নানা টীকাভাষ্য
সমাপ্ত হইলে সভাস্থলে,
সভাভঙ্গে, গাত্রোত্থান করেন সকলে।

(১৬)

তখন ডেপুটিবর উঠে, ধীরি ধীরি,
হরিকেন লণ্ঠন সাহায্যে বাড়ী ফিরি',
ভাত ডাল মৎস্যঝোলে—(যাতে ঋষি মন ভোলে,
কেন না সে প্রিয়ার রন্ধন)
খাইয়া স্বর্গীয় সুখে নিমগন হ'ন।

(১৭)

ক্রমে পুন্নরক হ'তে ডেপুটির ত্রাণ ;
বদলি হইয়া পরে চট্টগ্রাম যান ;
প্লীহা, ছুটি দরখাস্ত, (উপরে তা বরখাস্ত)
সেখানে যাপন চারিবর্ষ ;
কাজেই ডেপুটি হ'ন ক্রমশঃ বিমর্শ।

(১৮)

ক্রমে তাসক্রীড়াসক্ত, ক্রমে হল পাশা,
দেরী হ'ত প্রায় তাঁর বাড়ী ফিরে আসা;
(১১, ১২টা কভু)—ফিরিয়া আসিলে প্রভু
স্ত্রীর সঙ্গে, হত বিসম্বাদ;
বুঝে উটা হত ভার, কার অপরাধ ;—

(১৯)

স্বামী ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, কার্য্যভারে নত ;—
কেবলি কি স্ত্রীপুত্রার্থে, নিত্য অবিরত,
দিবারাত্র, দিবারাত্র, করিবেন দাস্য মাত্র ?
নিষিদ্ধ কি বিশুদ্ধ আমোদ ?
স্বামীরা কি কুলী বলে' পত্নীদের বোধ ?

(২০)

স্ত্রী বেচারী, সারাদিন স্বামী সহবাসে
বঞ্চিত, থাকেন শুদ্ধ রাত্রির প্রত্যাশে ;
তাতেও বিধির বাদ ? এমনি কি অপরাধ,
থাকিবেন একা দিবারাত্র ?
স্বামীদের বিশ্বাস কি তাঁরা দাসীমাত্র ?

(২১)

কান্নাকাটি, ভারমুখ ; পীড়ন, তাড়ন,
বাক্যালাপবন্ধ ; ক্রমে বিচিত্র রন্ধন ;—
ডালে নুন কম ; মাছে গন্ধ ; ঘৃত পচিয়াছে ;
ধরিয়াছে দুধ ; এইরূপ
দুজনেরই অনাহার—দুজনেই চুপ।

(২২)

ক্রমে বাড়াবাড়ি, শেষে করি' অভিমান
পুত্রগণসহ পত্নী পিত্রালয়ে যান ;
যেন তার প্রতিশোধে, ডেপুটিও মহা ক্রোধে,
যান কোন বিনামা বসতি ;
অন্তিমে পাপীর যথা কাশীধামে গতি।

(২৩)

পরদিন মাথাধরা ; ভারি 'ডিস্পেপ্‌শিয়া' ;
বিজৃম্ভন ; দিনে নিদ্রা আপিসেতে গিয়া ;
ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপ্সন, বিকেলেতে শুয়ে র'ন ;
রাত্রে কাশীধামই ভরসা ;
বেগতিক ক্রমে ক্রমে শরীরের দশা।

(২৪)

হইল ক্রমশঃ পদবৃদ্ধি ডেপুটির,
(যদিও সংখ্যায় নয়)—গেজেটে জাহির,
তিনি মহকুমা পতি ; যান সেথা শীঘ্রগতি,
বেতনেও এক শত যোগ ;
অতুল প্রভুত্ব সেথা করিলেন ভোগ।

(২৩)

করিলেন নানাবিধ বিধান ডেপুটি—
রাত্রে সব মোকদ্দমা, দিনে সব ছুটি ;
ডিসমিশ আবেদন ; অষ্টমাস পর্য্যটন ;
দুর্ভিক্ষ কোথায় কিছু নাই ;
উপরে রিপোর্ট গেল—বলিহারি যাই।

(২৪)

মুনিবমহলে তাঁর দেখে কে সুখ্যাতি !
আরো পদবৃদ্ধি ; তাঁর কুটুম্ব ও জ্ঞাতি,—
স্ত্রীপুত্র ও পরিবার, (বটে, কেহ নহে কার
রামমোহনের এই উক্তি)
একা তাঁর পুণ্যফলে সকলের মুক্তি।

(২৫)

এইরূপে করিলেন, সৌভাগ্যের ক্রোড়ে,
স্তব ও আনুষঙ্গিক বিজ্ঞতার জোরে,
সপুত্রকলত্রকন্যা, ডিপুটির অগ্রগণ্যা
('অগ্রগণ্যা' ব্যাকরণসঙ্গত) সর্ব্বাঙ্গ-
সুন্দর সৌগন্ধপূর্ণ জীবলীলা সাঙ্গ।

রাজা নবকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা।

(সময় আর যায় না।)

একদিন বেলা দুটোয়, রাজা নবীনকৃষ্ণ রায়,
হ'য়ে অতি ক্রুদ্ধ দিনের দারুণ দীর্ঘতায় ;
সে সুরু প্রদোষে, শুয়ে, উঠে, বোসে,
"দিন ত আর যায় না", রাজা বল্লেন শেষে রোষে।
বাহিরেতে এসে, তিনি এদিক ওদিক দেখে,
বাড়ির যত ভৃত্যগণকে পাঠালেন সব ডেকে ;—
বল্লেন "বেটা রামা, তোর যে গায়ে নেই ক জামা" ?
বোলাও শূয়র বাবুর্চিকো—বোলাও খানসামা ;

—পাঁড়ে হারামজাদা,—ঐ তোর গোঁফ যে বড় সাদা ?
—দফাদার তোম্ শালা ত স্রেফ্ বৈঠ্‌কে বৈঠ্‌কে খাতা হয় ;
—এই যাও লে আও চাবুক—এই চন্দু কাঁহা যাতা হয় ?
এই প্রকারেতে রাজা কাউকে দিলেন ছাড়িয়ে,
রোষভরে সম্মুখ থেকে কাউকে দিলেন তাড়িয়ে,
কাউকে দিলেন নানা গালি মিষ্ট সুশ্রাব্যাতি ;
কাউকে দিলেন চাবুক, এবং কাউকে দিলেন লাথি।

(২)

তবু সময় যায় না ; পরে 'ড্রয়িং রুমে' পৌছে,
নিঃশ্বাস ফেলে বস্‌লেন গিয়ে লম্বা একখান কৌচে ;
দেখলেন একটী সাদা বিড়াল শুয়ে আছে নিচে,
অমনি লাঠি নিয়ে রাজা ছুটলেন ত তার পিছে।
বিড়ালটি ত লাঠি খেয়ে, ঘুমটি থেকে উঠে,—
চারিদিকে দেখে, উঠ্‌ল সেখান:থেকে,
প্রহার সম্বন্ধে, ভাল কিম্বা মন্দ এ,
বেশী আন্দোলন না ক'রে, পালিয়ে গেল ছুটে ;
শুধু একবার মাথা নেড়ে, হেছে, কল্ল 'মেউ',
অর্থ—'ভদ্রালাকে এমন করেনাক কেউ'।

(৩)

রাজা আবার বস্‌লেন গিয়ে 'কৌচে', ক্লিষ্ট প্রাণে ;
দেখলেন অতি দীনভাবে চেয়ে ঘড়ির পানে ;
পরে পড়লেন নুয়ে, কৌচের উপর শু'য়ে,
নিলেন একখান ছবিওয়ালা 'রেনল্ডস্ নভেল' হাতে ;
এমন কি তার ওল্টালেনও দুই চার পাঁচ পাতে ;

কিন্তু সেটাও দেখ্‌লেন তিনি বুঝ্‌তে অসমর্থ ;
বোধ হল যে সে বইখানার ভারি শক্ত অর্থ ;—
অসম্ভব তা বোঝা—লাইন গুলো সোজা,
কিন্তু তার সেই মানে গুলি এত এঁকা বেকা ;
যে যেন সে উর্দ্দু কিম্বা পার্সী-ভাষায় লেখা।
ডা'নদিক থেকে বাঁয়ে, বাঁয়ে থেকে ডা'নে,
পড়ে' দেখ্‌লেন যে তার দাঁড়ায় একই রকম মানে।
বইখান দিলেন ছুড়ে, পচিশ হস্ত দূরে ;
উঠ্‌লেন শেষে ; এদিক ওদিক দু তিনটি ঘর ঘুরে ;
চেয়ে নিজের চেহারাপানে ঘরের বড় আয়নায়,
আবার বল্লেন দীর্ঘশ্বাসি, "সময় যে আর যায় না এ।"

(৪)

শেষে ঘড়ি দেখে, পাঠালেন সব ডেকে,
মন্ত্রীবর্গে, পারিষদে তাদের বাড়ি থেকে ;
দিলেন আজ্ঞা "অবিলম্বে, শীঘ্র এবং দ্রুত,
হবেন তাঁরা হাজির, নইলে নানা রকম জুতো
কড়া এবং মিঠে, পড়্‌বে তাদের পীটে ;
বন্ধ দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার, ঘুঘু চরবে ভিটে।'
এই বার্ত্তা শুনি', মানী এবং গুণী,
পণ্ডিত পারিষদ ও মন্ত্রী ও সভ্য সমস্ত
এসে হলেন হাজির সবাই, হ'য়ে মহা ব্যস্ত।

(৫)

সবাই এলে, বল্লেন রাজা নবীনকৃষ্ণ রায়—
"ব'লে আস্‌ছি কর একটা যা কিছু উপায়,

যাতে সময়টা একরকম শীঘ্র কেটে যায়;
তোমরা অতি বন্য, অতি অকর্ম্মণ্য,
পাল্লেনা ত কোন উপায় কর্ত্তে সেটার জন্য;
অদ্য নির্দ্ধারণ এ প্রশ্ন কর অবিলম্বে,
এক্ষণি এক্ষণি ভেবে;—নহিলে নিতম্বে,
পৃষ্ঠে এবং শিরে, পড়বেই অচিরে,
নবতম সভ্য প্রথায়, অতি মনঃপুত—
শপাশপ্‌ চাবুক এবং দমাদম্‌ জুতা।"

(৬)

গতিকখানা দেখি, সবাই ভাবল "এ কি,
প্রস্তাবটি অসুবিধার; নিশ্চয় ও নিঃসন্দ,"
'বেহ্মদত্তি' চাপিয়াছে মহারাজার স্কন্ধ"
সবাই ভেবে সারা, ভেবে দিশেহারা,
কিসে প্রশমিবে রাজার নিদারুণ সেই কোপে;
সভায় নাইক শব্দ, সকলে নিস্তব্ধ,
কেউ বা টিকী নাড়ে, কেউবা চুলকায় ঘাড়ে,
কারো হস্ত গণ্ডস্থলে, কারো হস্ত গোঁফে;
কারো পেল কাসি, কেহ বা নিশ্বাসি'
তাকায় আগে, পিছু পানে, উপরে ও নীচুপানে,
দেওয়ালে, কড়িতে, পাখায়;—অর্থাৎ সর্ব্বস্থানে,
কেবল কেহ তাকায় নাক রাজার মুখের পানে।

(৭)

ব'ল্লেন রাজা পুনরায় "এ জীবনটা ঘোর ফাঁকা;
সুবিধা হ'লনা কিছু থেকে এত টাকা;

সময়ই জীবনের দেখ্‌ছি অতীব বিপদ ;
জীবনের এই প্রধান কার্য্য—সময় করা বধ।
শুনি কারুর কারুর সময় হাওয়ার মত ছোটে ;
আমার সময়টা ত দেখি এগোয় নাক মোটে।
কিনি এত হাতী ঘোড়া, চড়ি এত গাড়ী ;
এত নাচ গান তামাসা সব দিচ্ছিই রাজ বাড়ী ;
রাখি এত পারিষদে মাইনে দিয়ে ধ'রে ;
রাণীতে রাণীতে গেল অন্দর মহল ভ'রে ;
তবু সময় যায় নাক যে !!—মুসলমানদের কালও
এ বিষয়ে ইংরেজ আমল চেয়ে ছিল ভাল ;
তখন নবাব, রাজারা ত পেত বার মাসই—
সময় কাটার জন্য দিতে প্রজাদিগের ফাঁসি ;
এখন সময়টা ঠিক যেন কচ্ছপবৎ হাঁটে !
—বল দেখি সময় কাহার কি রকমে কাটে ?

(৮)

তখন উঠ্‌লেন শ্রীল শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র রায়,
নিবেদিতে কি রকমে সময়টি তাঁর যায়।
—"মহারাজ—এই—কবিতা—ও নভেল এবং নাটক
লিখনে ও পাঠে খাসা সময় কাটে ;
আমার লেখার হোক্‌ই কিম্বা নাইই বা হোক্ পাঠক ;
কেহ দেয় নাক—তা বিশেষ গালি, কিম্বা আটক।
গুরু বিষয়ের কাছ দিয়ে যাইনা কভু ভ্রমে ;
নাটক নভেল লিখি খাসা বিনা পরিশ্রমে—

দু'চারখানা বই খুঁজে, সহজে চোক বুঁজে ;
বিজ্ঞান, দর্শন, অঙ্ক শাস্ত্র কিছুই না বুঝে,
সময়টা বেশ কাটে রাজন্—কিচ্ছুই না শিখে,
নাটক, নভেল প'ড়ে ; এবং নাটক নভেল লিখে !
ব'ল্লেন রাজা তবে, স্বীয় মস্তক হস্তে রাখি,
হাঁ যারা বয়াটে, তাদের সময় কাটে
এরূপেতে অনেক ; কিন্তু তবু থাকে বাকী।
—তা সে যা হক্, পূর্ণচন্দ্র তুমি একটা ছাগল,
নির্ব্বোধ এবং গণ্ডমূর্খ, নিষ্কর্ম্মা ও পাগল,
এবং অতি 'পাকা' রোজগারে ত ফাঁকা,
খাও, দাও, বোসে' থাক, উড়াও বাপের টাকা !
—সর্দ্দার পূর্ণচন্দ্রকে না ক'রে' কিছু বেশী,
বিদায় ক'রে দেওত দিয়ে অর্দ্ধচন্দ্র দেশী।"
কল্ল সে পাহারা শীঘ্র হুকুম তামিল রাজার ;
এবং ক'ল্লেন পূর্ণচন্দ্র এবম্বিধ সাজার
সদাপত্তি নানা ; ব'ল্লেন "আহা না না—"
দোহাই হুজুর"—সর্দ্দারকে ও কল্লেন অনেক মানা ;
—সবই বৃথা ; পুর্ণচন্দ্র অর্দ্ধচন্দ্র খেয়ে,
গেলেন লজ্জায় অন্য কারো পানেতে না চেয়ে।

(৯)

ব'ল্লেন উঠে তবে শ্রীমান্ নন্দদুলাল দত্ত—
"মহারাজ এক সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সত্ব-
অধিকারী আমি ; লিখে বিশুদ্ধ প্রবন্ধ ;
ইংরাজ এবং বড়লোককে দিয়ে গালি মন্দ,

চলে যায় পেটে ; দিন যায় কেটে
সুখে ; ধর্ম্মের এবং স্বদেশ হিতৈষিতার ভাণে,
করি মেলা গোল, তাই আমায় অনেক লোকেই জানে।
মহারাজ এই সংবাদপত্র লেখা অতি সোজা ;
দরকার শুধু ইংরাজ সংবাদপত্র গুলো খোঁজা ;
এবং খ্যাত ব্যক্তিদের চরিত্র নিয়ে ঘাঁটা ;
কদাচ বা 'লাইবেল' করে, চাইও ফাটক খাটা।"
রাজা বল্লেন "বটে, বুদ্ধি নাইক ঘটে
যাঁদের, তাঁদের ইথে অনেক সময় কাটে জানি,
কিন্তু তবু বাঁকী থাকে সময় অনেক খানি।
নন্দ তুমি ভ্যাড়্যা—বুদ্ধি অতি ত্যাড়া ;
সর্দ্দার নন্দর ১১ বার নাকটী ধোরে নেড়ে,
১৭ কানুটী দিয়ে এরে দাওত ছেড়ে।"
ক্রমে কার্য্যে পরিণত উক্ত সে আদেশ ;
সে রকমে খানিক সময় কেটে গেল বেশ।
দত্ত অতি ক্লিষ্ট, কিন্তু অবশিষ্ট
অন্য সবাই তাঁর সে সাজায় হ'লেন বরং হৃষ্ট।

(১০)

ব'ল্লেন উঠে জীবন সরকার তখন "মহারাজ
হিন্দু ধর্ম্ম সংরক্ষণটা করাই আমার কাজ ;
করি ব্যাখ্যা ধর্ম্ম, ভাগবতের মর্ম্ম,
বেদ ও দর্শন, মনু, স্মৃতি,—সংস্কৃত না শিখিই,
প্রচারি যোগ ব্রহ্মচর্য্য—চালাই একখান মাসিকী ;

ইথে” ব’ল্লেন সরকার   “বিয়ে নেইক দরকার
বলা দরকার “ইংরেজ মূর্খ, হিন্দুরাই সব ;
তাতে আমার মাসিক পত্র কাটে—‘অসম্ভব !!”
রাজা ব’ল্লেন “কর্ম্ম   না থাকিলে ধর্ম্ম
নিয়ে নাড়াচাড়া ও মাসিকী নহে মন্দ ;
কিন্তু তা ক’রেও সময় থাকেই নিঃসন্দ’।
কিন্তু তোমার সরকার, কিছু শিক্ষার দরকার ;
সর্দ্দার এই বানরের মাথায় গোবর গোলা খাঁটী—
ঢেলে, দেওয়াও নাকে খত ঠিক ৮২ গজ মাটি।
শুনে এই আজ্ঞা জীবন গেলেন ভারি দ’মে,
উক্তরূপে স্নাত হ’য়ে, নাসা দ্বারা ক্রমে
৮২ গজ খাঁটী,   মাপিলেনত মাটী,
নাসিকায় ও হস্তপদে ততখানি হাঁটি’।

(১১)

ব’ল্লেন উঠে তবে শ্রীল গোবিন্দ গোস্বামী—
“রাজন্, হিন্দু সমাজের সংরক্ষাকর্ত্তা আমি ;
আমার কার্য্য অতি সোজা—সময়টি যায়, চলি,
হিন্দু সমাজ মধ্যে সদাই ক’রে দলাদলি।
যদি কোন প্রভু,   প্রকাশ্যে খান কভু
কুক্কুট ইত্যাদি, অংশ আমারে না দিয়ে,
হুলস্থূল্ বাধিয়ে দেই সেই ব্যাপার নিয়ে।
যদি বা কেউ গিয়ে,   বিধবার দেয় বিয়ে ;
কিংবা কেহ ফিরে আসে বিলেত ফিলেত গিয়ে ;

তখন বলি 'লাগে' ; আধ্যাত্মিক রাগে,
যাই তাহার মস্তকটাকে চিবিয়ে খেতে আগে ;
পেলে মেলা লোকের এরূপ বুদ্ধিরই, বিভ্রাটে
এই রকম গোলেমালে অনেক সময় কাটে।"
ব'ল্লেন তখন গোপীকৃষ্ণ বিরক্ত ও ক্লিষ্ট,
"দলাদলি করেও সময় থাকে অবশিষ্ট।
যাহো'ক তুমি ঘোর, বিড়াল এবং চোর ;
সর্দ্দার বেড়াও ১৯টী বার টিকি ধ'রে ওর ;
এবং মারো ২৫টী চড় গালেতে সজোর।"
খেয়ে ২৫ চপেটাঘাত, ১৯ টিকী পাক,
বাহিরিলেন গোস্বামিজী চুলকাইয়া নাক।

(১২)

ব'ল্লেন উঠে শ্রীশ্যামভট্ট "খেয়ে, পুঁথি ঘেঁটে,
উড়ো তর্ক ক'রে' আমার সময়টি যায় কেটে ;
যাহা কিছু বাকী, থাকে, দেই তা ফাঁকি
টিকী নেড়ে টিকী ঝেড়ে, নস্য নিয়ে নাকে ;
রাজা নেড়ে ঘাড়, ব'ল্লেন "তুমি ষাঁড়,
নস্য নিয়েও সময়ের যে অনেক বাকী থাকে।
সর্দ্দার শ্যামের পীঠের উপর আমার ঘোড়ার চাবুক
অতি বেগে পনরবার উঠুক এবং নাবুক।"
চাবুক খেয়ে ভট্ট চীৎকারিলেন অট্ট ;
এবং তিনি যে এক মহাষণ্ড অতি বন্য,
রাজার দত্ত সে খেতাবটী ক'ল্লেন প্রতিপন্ন।

(১৩)

ব'ল্লেন তখন শ্রীল শ্রীযুত মহেন্দ্র ঘোষ উঠে—
"আমার সময়টা যায় তোফা ঘোড়ার মত ছুটে,
অতি তাড়াতাড়ি, যেন রেলের গাড়ী,
খেয়ে দেয়ে এবং খেলে পাশা, তাস, ও দাবা ;
তাতে শুধু সময় ? কাটে সময়ের যে বাবা।
করি মিলে কয়টি এয়ার ফরাসেতে ব'সে,
'পঞ্জা' 'কচেবারি' এবং কিস্তি দেই ক'সে ;
কভু টানি হুঁকো দিয়ে তাকিয়ায় ঠেস্ ;
তাতে সময় তা-এক্‌রকম কেটে যায় ত বেশ।"
রাজা ব'ল্লেন না, না, আমার আছে জানা,
খেলায় অনেক সময় যায়, তা যায় না ষোল আনা ;
তাস ও পাশা খেলেও সময় অনেক বাকী থাকে ;
হে মহেন্দ্র ঘোষ! তুমি একটি 'মোষ'—
সর্দ্দার দেও ত ঝাঁটাইয়া অকর্ম্মণ্যটাকে ;
অন্তঃপুরে হ'তে এল রমণীয় ঝাঁটা,
চীৎকারিলেন মহেন্দ্র ঘোষ—নবমীরই পাঁটা ;—
সম্মার্জ্জনী আহার, নিকটে ত তাঁহার,
এমন কিছু নূতন নয়—তা দাগই আছে পীঠে ;
তবে কি না মিঠে হাতের হ'লে হ'ত মিঠে।

(১৪)

ব'ল্লেন উঠে তখন শ্রীমান্ কৃষ্ণকমল মুখো—
"আমি বাবা খেলিনে তাস, টানিনেক হুঁকো ;

আমি কাটাই কোনরূপে সকাল থেকে সন্ধ্যে,
আফিং খেয়ে ঢুলে, শুয়ে ও হাই তুলে,
ব'সে ফরাসে, অরে মিলে ক'টি এয়ার,
তাকিয়াতে ঠেসে, রাজা বাদশাহ সম্বন্ধে,
করি সবাই উড়ো গল্প ; এবং তিনটি তুড়িয়ে,
সময়ের যে চৌদ্দ পুরুষ দিয়ে দেই উড়িয়ে।"
রাজা ব'ল্লেন "কৃষ্ণকমল তুমি একটি হাতী ;
দিতে পারো ঢুলে, শুয়ে হাই তুলে,
অনেক সময় ফাঁকি ; তবু থাকে বাকী ;—
সর্দ্দার ছেড়ে দেও ত একে দিয়ে দু'টি লাথি।"
৮২রই ওজন কোরে লাথি ভোজন,
মুখার্জি পো চম্পট দিলেন দু দশ দীর্ঘ যোজন।

(১৫)

শ্রীরাধানাথ চট্টো উঠে ব'ল্লেন ;—শোন "রাজা—
আমার সময় কাটে খেয়ে গুলি এবং গাঁজা ;
এবং অতি সরস; সিদ্ধি এবঃ চরশ—
স্রোতের মত চ'লে যাচ্ছে, দিবস মাস ও বরষ ;
কতিপয় নব্য, বর্ব্বর, অসভ্য,
এগুলির গৌরবটি চাহেন করিবারে খর্ব্ব ;
খেতেন স্বয়ং শিব—তা জানে পুরাণজ্ঞ সর্ব্ব।"
রাজা ব'ল্লেন "রাধা, তুমি অতি গাধা,
—সর্দ্দার ছেড়ে দেও ত এঁকে মেরে চৌদ্দ চটি।"
চটি খেয়ে চট্টজিত দিয়ে তিনটি লাফ।
সভাগৃহ হ'তে দ্রুত পাড়ি দিলেন সাফ্।

(১৬)

উঠে ব'ল্লেন শেষে শ্রীযুত রতিকান্ত বন্দ্যো' ;
—ফোলা দু'টি গাল, চক্ষু দুটি লাল,
ঢলি' আগে পাশে, এড়ো এড়ো ভাবে ;—
আরক্তিম তাঁর মুখে তীব্র হুইস্কি মদের গন্ধ—
"ধর্ম্মাবতার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এবং সভ্য,
সদুপায়—সময়টাকে করিবারে বধ,
এই দুই তুল্য মূল্য দ্রব্য—বেশ্যা এবং মদ।
বেশ্যাসক্তি মর্ত্তে, ছিল আর্য্যাবর্ত্তে—
আরো সোমরস নামে—ঋষিরা লেখেনও,
সেকালে কোন—এক প্রকার ছিল মদ্য ধেনো।
কিন্তু কভু, কোথায়, সুরা সভ্য প্রথায়,
খাওয়া যে ছিল না—স্বীকার কর্ব্বেনই এই কথায়।
ইংরাজি প্রথায়—এ—ব্রাণ্ডি কিম্বা হুইস্কি পান,
সময় বধের অত্যাশ্চর্য্য অব্যর্থ সন্ধান ;
তারা ছোট করে না'ক শুধু দীর্ঘ সময়,
তারা খাটো করে নরজীবনেরই 'প্রময়,।
রাজা ব'ল্লেন "ইথে সময় যায় বটে দ্রুত—
কিন্তু ববু খানিক বাঁকি থাকেই ;—বস্তুতঃ
তুমি অতি শুয়োর, স্বভাব অতি কু ;—ওর
মুখে মারো, সর্দ্দার জোরে দুই বুট জুতো,"
খেয়ে প্রহার, ডসন বাড়ীর অত্যুৎকৃষ্ট বুটে,
রতিকান্ত সভা হ'তে গেলেন বাইরে ছুটে।

(১৭)

সবারে তাড়িয়ে দিয়ে—বেলা তখন ৬টা—
রাজার মেজাজ হ'ল আরো খারাপ এবং চটা ;
বস্‌লেন গিয়ে বেগে, বাড়ির মধ্যে রেগে ;
বল্লেন শেষে—"হায় রে বিধি ! এখনও ছুঘণ্টা,
—গ্রীষ্মের বেলা—কিই বা ব'সে করি এতক্ষণটা ?
করেছেন অতীব মূর্খ অপদার্থ ব্রহ্মা,
জীবনটা ঘোর ছোট এবং সময়টা ঘোর লম্বা।
লিখ্‌লে পড়লে, চোটে মাথা ধরা ওঠে ;
সে জন্য সে কার্য্য কর্ত্তে পারিনাক মোটে।
জমীদারী কাজে মন বসে না ;—তা যে
নীরস ; আর এ কার্য্য কর্ম্ম রাজাদের কি সাজে ?
দেখেছিত বহু উপায় কাটাতে তিন বেলা ;
অনেক রকম নেশা, এবং অনেক রকম খেলা,
অনেক রকম রঙ্গ, অনেক রকম সঙ্গ,
অনেক রকম ব্যভিচারে স্বাস্থ্য করি' ভঙ্গ—
বিলাসসম্ভোগভড়ং—টাকার যাহা সাধ্য,
করেছি ত সর্ব্ববিধ আমাদেরও শ্রাদ্ধ।
তবু সময় যায় নাক যে ; দেখ্‌ছি ভেবে সব,
রাজা রাজাদিগের সময় যাওয়াই অসম্ভব।

(১৮)

"এখন কি যায় করা ?—কোথায় বা যায় যাওয়া ?"
রাজা উপায় না পেয়ে, উঠ্‌লেন যেন হাঁপিয়ে,

যেন হঠাৎ বন্ধ হ'ল ঘরের মধ্যের হাওয়া' ;
চাকর দিয়াছে ছাড়ান ; বিড়াল গিয়াছে তাড়ান ;
মন্ত্রী পারিষদ্‌দের ধ'রে দেওয়া গিয়াছে জুতো ;
পুনরভিনয় তার ত হয় না, বস্তুতঃ
পুনশ্চ সে সব, করা অসম্ভব ;
এও অতি স্পষ্ট যে সাফ্ নাইক কোন কাজ আর ;
এবং অন্য কোথা যাওয়াও কষ্টকরী রাজার ;
তাই গেলেন রাজা—যেথা অতি সোজা—ভেবে
চীনে ও নয় ব্রহ্মে নয়, মান্দ্রাজ নয়, বম্বে নয়,
আমেরিকা, ইউরোপে নয়, রেল কি ষ্টিমার চেপে,
আকাশে নয়, পাতালে নয়,—রাজা গেলেন ক্ষেপে।

নসীরাম পালের বক্তৃতা।

(১)

সভ্য এবং ভব্য গুটিকতক নব্য
শিক্ষিত-বাঙ্গালী রঙ্গে মিলিয়া সকলে,
ডাক্‌লেন একটা ভারি "মীটিং" এলবার্ট হলে।"
দেওয়া গে'ছে 'প্লাকার্ড' 'নোটিস্' ছেয়ে রাস্তাঘাট—
"স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে,
বক্তা বাবু নসীরাম পাল ক'র্ব্বেন গিয়ে পাঠ।
সে বিষয়ে দক্ষ উদার এবং পক্ক
নানাবিধ মতের হবে আলোচনা, তর্ক।

অনেকের বক্তৃতা হবে ছোট এবং বড় ;—”
সে কারণে শ্রোতৃবর্গ হ’লেন গিয়ে জড় ;

(২)

শ্রীনসীরাম পাল বি, এ, ভারি সুলেখক,
কলিকাতার আর্য্য সভার দক্ষ সম্পাদক,
হিন্দু শাস্ত্রে ও বিজ্ঞানে আছে ভারি দৃষ্টি ;
ও, সভ্যতার কাছে হিন্দু ধর্ম্ম বাঁচে
যা’তে, সে কারণে হ’ল আর্য্যসভার সৃষ্টি।
সেই সভার সভ্য গুটিকতক নব্য
শাস্ত্রজ্ঞ বৈজ্ঞানিক—জাতি কামার এবং চামার,
আরও বহু আর্য্য—সবায় স্মরণ নেইক আমার ;
বিজ্ঞানেরই শরে, হিন্দুধর্ম্ম মরে
পাছে, উঠ্‌লেন কয়টি বক্তা সে প্রকাণ্ড কার্য্যে—
প্রচার কর্ত্তে হিন্দুধর্ম্ম, চেতন কর্ত্তে আর্য্যে,

(৩)

বাজ্‌লে ঘণ্টা সাড়ে সাতটা—এলবার্ট হলের ঘড়ী,
শ্রীকেনারান কর্ম্মকার ত তক্তার উপর চড়ি,’
ক’ল্লেন প্রস্তাব, যে অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ বক্তা
শ্রীবেচারাম তেলী লউন সম্পাদকী তক্তা।
শ্রীনিধিরাম সদ্দার ও কুড়োরাম পোদ্দার
ক’ল্লে তাতে ‘দ্বিতীয়’ পড়লে করতালি,
শ্রীবেচারাম তক্তার উপর বস্‌লেন গিয়ে খালি।

(৪)

উঠে শ্রীবেচারাম তখন একটুখানি কেসে,
ব'ল্লেন অতি বড় গোঁফে অতি ছোট হেসে—
"হে ভদ্রসমাজ! যে কারণে আজ
সমবেত সবে—সবাই জানেন সে কি কাজ।
এই সভায় হয় আলোচ্য বিষয়—
স্ত্রীদের কথিত দাসত্ব অবরোধ, ও হীনতা;
বিবেচ্য—কতদূর দেয় স্ত্রীদিগে স্বাধীনতা;
কতদূর যে অনিষ্টকর পুরুষ ও স্ত্রীর সমতা,
কি কারণে বেড়ে যা'চ্ছে নারীজাতির ক্ষমতা;
আমি সেই জন্য মান্য এবং গণ্য
শ্রীনসীরাম পালকে ডাকি অদ্য তৎ সম্বন্ধে
পড়্‌তে অবিলম্বে তাঁহার রচিত প্রবন্ধে।"

(৫)

উঠ্‌লেন তখন নসীরাম রক্ষিতে হিন্দুধর্ম্ম;
(আমরা দিব আজি শুধু সে বক্তৃতার মর্ম্ম)
—"চেয়ারম্যান ও ভদ্রগণ—এ বিষয়টি খুব শক্ত;
আমি ক্ষীণশক্তি বুদ্ধিশূন্য ব্যক্তি;—
কিন্তু যখন গড়াচ্ছে ঐ আর্য্য মাতার রক্ত,
শতক্ষত হ'তে; যখন গিয়াছেন মা মোহ;
রাস্তাতে প্রস্তরখণ্ড 'চীৎকারে' "বিদ্রোহ";
(হে পাঠক, অনুবাদ এটি সেক্ষপীয়র থেকে)
ধর্ম্মভ্রষ্ট দুরাচার সেই পাপাত্মাদের দেখে

যখন শাস্ত্র কাঁদে, এবং হিন্দু ধর্ম্ম লুকায়
অরণ্যে লজ্জাতে ; যখন স্নেহ প্রীতি শুকায়
তীব্রতাপে ; এবং যবে নীতিও হয় শীর্ণ ;
অবিদ্যাও করে ঘোরা তামসা বিকীর্ণ ;
তখন উচিত এবং—এবং—নিতান্ত কর্ত্তব্য
এ বিষয়ে চিন্তা করেন প্রতি হিন্দু সভ্য।

(৬)

"শ্রোতৃবর্গ আজ, এ নব্য সমাজ
ক্ষীণতেজা, হীনপ্রভ, নাহি কিছু শক্তি ;—
কেন ?—কারণ আর্য্যের নাইক আর্য্যধর্ম্মে ভক্তি।
পুরাতনী প্রথা, ঋষিগণের কথা,
এ গুলিতে হিন্দুর নাইক কিচ্ছুই মমতা।
একবার চক্ষুদু'টি মেলি, দেখুন আর্য্যসভ্য,
উঠে যা'চ্ছে বাল্যবিয়ে, বিধবার বৈধব্য ;
ছেড়ে কৃষ্ণে আস্থা, নিয়ে বাঁকা রাস্তা,
পাকাচ্ছে খিঁচুড়ি নিয়ে খৃষ্ট স্পেন্সার বুদ্ধ,
আবার তা'তে জড়াচ্ছে এ হিন্দুধর্ম্ম শুদ্ধ ?

(৭)

"ভদ্রবর্গ ! আমাদের এই দেশেতে স্ত্রী জাতি
শিখ্‌ছে তা'রা দিনে দিনে ভারি বদিয়াতি ;
স্ত্রীশিক্ষাবই নামে, সমাজ সংগ্রামে
ক্রমে নিচ্ছে কেড়ে তা'রা পুরুষদিগের রাজ্য,
ছেড়ে রন্ধনাদি যত তাদের উচিত কার্য্য।

(৮)

"গুটিকতক চাষায়, জানি না কি আশায়,
পোষা যত কালসর্প পুরুষদিগের বাসায়,
—কতিপয় বিদ্রোহী সেনা স্বর্ণময় এ বঙ্গে
কচ্ছে একটা ষড়যন্ত্র নারীজাতির সঙ্গে।

(৯)

"যত মূর্খ ঘোর, ক'রে ভারি জোর
বড় ক'ল্লে বাড়ীর সকল গবাক্ষ ও দোর,
অন্তঃপুরের সনাতন সেই পাঁচিল গুলো 'ভাঙ্‌লো;
আঁস্তাকুড়কে ক'ল্লো বাগান, চালা ক'ল্লো 'বাঙ্‌লো;
মেয়েদের পরালো জুতো, সাড়ীর বাড়ালো বহর,
জ্যাকেট দিইয়ে গায়ে বেড়ায় দেখিয়ে নিয়ে সহর,
দিচ্ছে তাদের শিক্ষা, দেওয়াচ্ছে পরীক্ষা,
স্ত্রীদের শিক্ষার নামে তা'দের বাড়াচ্ছে ক্ষমতা,
গোল্লাই দি'চ্ছে হিন্দুধর্ম্ম—সনাতনী প্রথা।

(১০)

"স্ত্রীদের স্বাধীনতা"? সে কি রকম কথা?
তাঁ'রা কি সব যাবেন চলে, যথা ইচ্ছা তথা?
স্ত্রীরা স্বাধীনই—গৃহ প্রাচীরভিতরে;
তাঁ'দের ত অপ্রতিহত রাজত্ব অন্দরে;
তাঁরাই ত ব্রাহ্মণী দানের রক্ষক কিম্বা হন্ত্রী;
তাঁরাই স্বামীদিগের হ'চ্ছেন সর্ব্বকার্য্যে মন্ত্রী।
শুধু মন্ত্রী?—অনেক সময় স্বামীদিগের প্রভু;
কখন দেন খেতে [হাস্য] নাহি দেন বা কভু

বিনা স্ত্রী সাহায্য, হয় না কোন কার্য্য ;
শয়ন ঘরে তাঁহাদের ত সুবিস্তীর্ণ রাজ্য ;
ভাঁড়ার ঘরে তঁহোদর ত অক্ষুব্ধ ক্ষমতা ;
রান্নাঘরে আইনই ত তাঁদের প্রতি কথা।

(১১)

"তাঁদেরই দাপোটে, বকুনিরই চোটে,
মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সদাই কেঁপে ওঠে ;
ঘরের মধ্যে অবিলম্বে অগ্নিনদী ছোটে।
তাঁহাদেরই জ্বালায় অনেক ত পালায়
শুনেছি ও দেখেছিও, গো ও অশ্বশালায়,
মাঠে, বনে [শোন শোন] পগারে ও নালায়।
তাঁরা আবার অধীন না কি ? হা কলি !—হা ধর্ম্ম !
পুরুষ তাঁদের সেবায় ব্যস্ত ছেড়ে সকল কর্ম্ম।
গহনাটি দিতে দিতে তাঁদের চারু অঙ্গে,
নাকের জলটি মিশে যায় যে চখের জলের সঙ্গে।
তাঁদের জন্য ব্যস্ত তাঁদের ভয়ে ত্রস্ত
ভবার্ণবে ঘুরপাক খাচ্ছে পুরুষরা সমস্ত।

(১২)

স্ত্রী স্বাধীনতা কি আছে কিছু বাকী ?
ঘাড়ের উপর ছেড়ে তাঁরা মাথায় চড়বেন নাকি ?
তাঁরাই ত সব প্রভু, এবং আমরাইত সব দাস,
খেতে দিলে খাই, আর নইলে রহি উপবাস ;—
তাঁরাই 'আহার বিহার' শয্যা—পুরুষদিগের গতি ;
আমরাই ত সব ভার্য্যা তাঁদের—তাঁরাইত সব পতি।

(১৩)

গুটিকতক নব্য   বন্য অৰ্দ্ধ সভ্য
বলেন আরও স্বাধীনতা দেওয়াটি কর্ত্তব্য।
ভাবেন এখন পুরুষ করুক স্ত্রীদের পরিচর্য্যা—
ভাবেন স্ত্রীরা দেবতা—ওঃ—[কি লজ্জা কি লজ্জা]!
আর এই পুরুষ?—এসেছেন সব তাঁরা বঙ্গদেশে
'সুমাত্রা' 'বোর্ণিও' থেকে বন্যায় টন্যায় ভেসে।
তাঁরা ভাবেন পুরুষ বন্ধ থাকুক অন্তঃপুরে,
এবং স্ত্রীরা 'ফিটন চ'ড়ে' বেড়ান সহর ঘুরে;
এইরূপে যদি স্ত্রীরা দেখেন কেবল বাইরের আলো,
সেটা কি সুবিধার হবে, হবে কি তা ভালো?

(১৪)

ভদ্রবর্গ, এইত গেল স্ত্রীদের স্বাধীনতা।
সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ে তাঁদের শিক্ষার কথা।
স্ত্রীজাতিটা—বল্‌তে বেশী হবেনাক আমাকে—
বেজায় রকম ফাজিল এবং ফক্কড় এবং ড্যামাকে।
শিখ্‌লে লেখা পড়া   মেজাজ হ'বে কড়া,
মাথায় উঠ্‌বে রাঁধাবাড়া শীঘ্রই নিঃসন্দ'
স্বামীদেরও ক্রমে হ'বে খাওয়া দাওয়া বন্ধ।

(১৫)

এখনও ত তবু   তারা রাঁধে কভু;
কিন্তু যদি তারা জেনে ফেলে অকস্মাৎ
যে, পৃথিবী জোরে,   ভোঁভোঁ ক'রে ঘোরে;
চাঁদে রাহুভায়া   শুধু তারি ছায়া;
শোনে বাষ্পবলে   রেল ও ষ্টীমার চলে;

কিম্বা যদি জেনে ফেলে ৫ আর ২য়ে ৭ ;
তা হ'লে কি ভা'ব তারা রেঁধে দেবে ভাত ?
হাঁড়িকুড়ি ছুঁড়ে ফেলে আঁস্তাকুড়ে
দুই কথায় স্বামীদিগের দিয়ে দেবে তুড়ে ;
হাতা বেড়ি রেখে, 'রুজ' পাউডার মেখে,
প'রে মোজা বুট, ক'রে সবায় হুট,
পুরুষদিগের রাজ্যমাজ্য ক'রে সবে লুঠ,
অনায়াসে ও নির্ব্বিঘ্নে দিয়ে একটি ছুট,
নির্ব্বিবাদে ও নির্ভয়ে সটাং, অবিলম্বে
চলে যাবে হিল্লী দিল্লী কলম্বো ও বম্বে।

(১৬)

বন্ধুবর্গ এক্ষণ করি পর্য্যবেক্ষণ
শিক্ষিতাদের বাড়ী মধ্যের অবস্থাটা দেখুন—
স্ত্রীরা এখন প্রাতে উঠে, রান্নাবান্না ছেড়ে,
স্বামীর হস্ত থেকে খবর কাগজটি নেয় কেড়ে ;
ছেড়ে লুচি ভাজা, রাঁধা, তাম্বুল সাজা,
ছেড়ে মেঝে টেঝে ঝাঁট ও বাসন কুশন মাজা,
গৃহিণীরা এখন যেন নবাব কিম্বা রাজা।
বাজান কেউ বা পিয়ানো ; আর কেউবা গান "আ-পেয়ালা
মুঝে ভরে দে,"—আর বাজান কেউবা ব'সে বেহালা।
কেউবা আছেন মাইকেলে, কেউ সেক্ষপীয়রে মেতে,
কাউকে আন্‌তে ঘরে, হয় বা সিভিল কোর্টে যেতে।

(১৭)

ঢাকাই কাপড় ছেড়ে, এখন পরেন বম্বে সাড়ি,
পরেন কোমরে বেল্ট ফিতে, চন্দ্রহারে ছাড়ি,

ব্যাং মল ছেড়ে, দিচ্ছেন এখন জুতো মোজা পায়ে,
সোনার গহনা ছেড়ে সবাই জ্যাকেট পরেন গায়ে,
চাবির ভরে যে অঞ্চলটি ঝুল্‌ত তাঁদের কাঁধে,
সে চারু অঞ্চলটি এখন ব্রোচটি দিয়ে বাঁধে।
নাকের নলক রেখে, রুজ ও পাউডার মেখে,
বাইরের ঘরে ব'সে খাসা আরাম চ্যারে বেঁকে,
কার্য্যকর্ম্ম ছেড়ে, চক্ষু মুদিত করে অল্প,
পড়েন উপন্যাসে কিম্বা করেন মিলে গল্প।

(১৮)

প্রাচীর গেল উড়ে, চারিদিকে জুড়ে,
দালানে বারান্দা হ'ল বাগান আঁস্তাকুড়ে ;
রান্নাঘরটি চ'লে গেল দুই যোজন দূরে,
দূরে থাক্‌ত যেই স্থানটি এল তা শিউরে !
ভিতর বাইরের তফাৎ হ'ল দুয়োর পর্দ্দা মাত্র,
তা ফুঁড়েও স্ত্রীরা বাইরে আসে দিবারাত্র ;
যথায় ঝুল্‌ত উর্ণনাভ সেথায় ঝোলে পাখা,
দেওয়াল থেকে উঠে গেল কৃষ্ণ রাধা আঁকা ;
তক্তোপোষে ছেড়ে সবাই আনে স্প্রিঙের খাটে,
তক্তার পাটি মেঝেয় পেতে তার উপরে হাঁটে ;
ছেড়ে ঠাণ্ডা মেঝে, স্ত্রীরা বিবি সেজে
মিলে ক'টি এয়ারে, বসেন এখন চেয়ারে ;
ছেড়ে খাসা পা ছড়ান—হোলরে কি দশা—
হ'চ্ছে এখন গিন্নীদিগের পা ঝুলিয়ে বসা।
যেন তাঁরা এক এক রাণী কিম্বা যেন দেবী—
আমরা যেন কৃতার্থ হই তাঁদের চরণ সেবি'।

(১৯)

বাহিরে বেরিয়েও স্ত্রীদের মনে নাহি আঁটে ;
বেড়াতে যান ফেটিন ক'রে পথে ঘাটে মাঠে।
তাঁদের সে অসূর্য্যস্পশ্য পীতরূপরাশি
দেখে কিনা রাস্তার লোকে, পাড়াপ্রতিবাসী।
ঘোমটা গেল উঠে—হায় রে—প্রাণে হয় যে ক্রোধ ;
ঘৃণা দয়া লজ্জা পশে যেন মজ্জা,
নাহি কি রে নব্যবঙ্গের হিতাহিতও বোধ ?—"
শ্রীনসীরাম বস্‌লেন শেষে প'ড়ি উক্ত গদ্যে,
ভয়ঙ্করী কালাকারী প্রশংসারই মধ্যে।

(২০)

অবশেষে তক্তা খানি পশ্চাতেতে ঠেলি,
উঠ্‌লেন তক্তা-অধিকারী শ্রীবেচারাম তেলী—
"আজি সন্ধ্যাকাল শ্রীনসীরাম পাল
পড়্‌লেন যেই অতি 'বিদ্বান' প্রবন্ধটি খাঁটি,
তাহা অতি উপাদেয়, অতি পরিপাটি।

(২১)

"হে ভদ্রগণ এ বিষয়টি যদি কিঞ্চিৎ রঙিন,
কিন্তু হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে এ ক্রমে ক্রমে সঙিন ;
নারীজাতির ক্রমে শক্তি যাচ্ছে জমে'
স্ত্রীদের তেজটা যাচ্ছে বেড়ে', পুরুষদিগের কমে'।
হয়ে উঠ্‌ছে স্ত্রীজাতিটা ভারি বেজায় ফক্কড়—
আমাদের সঙ্গেতে এসে দিতে চাচ্ছে টক্কর।

সেদিন প্রাতে বল্লাম "দেখ গিন্নী খুলে দোর,
সূর্য্য উঠ্‌ল কি না,—অর্থাৎ হ'ল কি না ভোর?"
—বলে "সূর্য্য উঠেছে কি !!! বল এতক্ষণ—
হ'ল সমাপ্ত কি ধরার দৈনিক আবর্ত্তন।"

(২২)

"শুন্‌লেন ব্যাপারখানা ?—সবাই—জানেন স্ত্রীদের স্বভাব
ঐ প্রকারই—সুবুদ্ধিরও তাঁদের বিশেষ অভাব।
কিন্তু একটী সঙিন কথা—স্ত্রীজাতিটা অতি
খল ও ক্রুর—ও [শোন শোন]—ও কপটমতি।
এ কথাতে সেক্ষপীয়র বাইরন পোপাদি
সর্ব্বদেশে কবিরা সম্মত সর্ব্ববাদী।
স্ত্রীজাতির এক কর্ম্ম স্ত্রীজাতির এক ধর্ম্ম
স্বামীসেবা—সতীত্বই রমণীদের বর্ম্ম ;—
স্ত্রীদের স্বাধীনতা দিলে, নাহিক বিচিত্র,
হবে কলঙ্কিত তাঁদের অমূল্য চরিত্র।
পর পুরুষদিগের সঙ্গে স্ত্রীরা কইলে কথা,
পাতিব্রত্যের অবধারিত হইবে অন্যথা।
স্ত্রীজাতি হৃদয় প্রতারণাময়,
তাহাদের হায় কিছুমাত্র নাইক কুত্র বিশ্বাস"
—ছাড়লেন হেথা বক্তা একটী অতি দীর্ঘনিঃশ্বাস।

(২৩)

"বন্ধুসকল—ইহার যদি উদাহরণ চা'ন,
দেখবেন ইয়ুরোপে এটির প্রত্যক্ষ প্রমাণ!

আরও আমি অবগত আছি, বারমাসি
করেনাক তাদের স্ত্রীরা স্বামীর সঙ্গে বাস
ইয়ূরোপখণ্ডে ; বরং দণ্ডে দণ্ডে—
স্বামীদিগে মারে চাবুক কর্ত্তে চাহে গুলি,
বেড়ায় তাদের ঘুরিয়ে নিয়ে চ'ক্ষে দিয়ে ঠুলি।
আমি এটি জানি অতি ধ্রুব এবং সত্য,—
ইংরাজি ভাষায়ই নাইক কথা—'পাতিব্রত্য' ;
পাতিব্রত্য আছে—হিন্দুরই সমাজে—
(আরও বোধ হয় কিছু কিছু মোসলমানদের মাঝে)
কেন ? কারণ তাদের স্ত্রীরা ঘরে রহে বন্ধ ;
কেন ? – কারণ তা'রা শোঁকে আঁস্তাকুড়ের গন্ধ ;
কারণ তারা অবরুদ্ধ অষ্ট বছর থেকে ;
কারণ তাদের বিধবারা ব্রহ্মচর্য্য শেখে ;
কারণ নাইক, লুকিয়ে ভিন্ন, পুরুষ পানে চাওয়া ;
কারণ লাগে নাক মুখে আলো কিম্বা হাওয়া।

(২৪)

কেউবা বলেন স্ত্রীদিগে দাও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা,
তৎপরে দাও স্বাধীনতা—প্রকাণ্ড পরীক্ষা !
স্ত্রীজাতিকে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দেওয়াও যাহা,
গরুটাকে হরিনামটি শিক্ষা দেওয়াও তাহা।
[ভয়ঙ্করী প্রশংসা ও অতি দীর্ঘ হাস্য]
অতএব ভদ্রগণ স্ত্রীদের উচিত কার্য্য দাস্য ;
স্ত্রীদের উচিত বাসস্থান সেই জানালাহীন ঘরে ;
স্ত্রীদের যোগ্য বিহারভূমি প্রাচীরভিতরে ;

স্ত্রীদের বাক্যালাপটি শুধু স্বামীর সঙ্গেই সাজে ;
স্ত্রীদের উচিত ব্যায়াম শুধু রান্নাঘরের মাঝে ;
পেলে বেশী আলো রংটা হবে কালো ;
বেশি হাওয়াও নয়ক তাঁদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।
স্ত্রীস্বাধীনতা স্ত্রীশিক্ষা—ভয়ঙ্কর এ কার্য্য,
বিষসম বন্ধুবর্গ ইহা পরিহার্য্য।
দেখ্‌তে পাবেন সবাই ইহা মনোরূপচক্ষে,
ইহা ন্যায়ের বিবেকের ও ধর্ম্মেরও বিপক্ষে।”

(২৫)

প'ড়ে গেলেন সভাপতি সংজ্ঞাহীনপ্রায়
ভাবোন্মাদে চ্যারের উপর ; পড়্‌ল সে সভায়
বজ্রসম করতালি !—শান্ত হ'লে সবে
সভাস্থলে—ক্রমে শেষে উঠে বল্লেন তবে
শ্রীকেনারাম কর্ম্মকার—“যে অদ্য সভার অতি
ধন্যবাদপাত্র মাননীয় সভাপতি।”

শ্রীনিধিরাম সর্দ্দার
শ্রীকুড়োরাম পোদ্দার

‘দ্বিতীয়’ করিলে, তা'তে—চেয়ারখানি ঠেলি,
সভাভঙ্গ কল্লেন উঠে শ্রীবেচারাম তেলী।

কলি যজ্ঞ।

অনুষ্টুপ ছন্দ।

ব্যারিষ্টার উকীলাদি মহাযজ্ঞ সমাধিলা।
ভারতে ভারি অদ্ভুত আশ্চর্য্য মহতী সভা।

আসিলা সে মহাযজ্ঞে মহারাষ্ট্রীয় পশ্চিমে।
মান্দ্রাজী উড়িয়া শীক বঙালী চ দলে দলে ॥
কাহারো পরনে কুর্ত্তি, কাহারো উড়ুনী উড়ে।
কাহারো বা ঝুলে চাপ্‌কান্ কাহারো সাহিবী ধড়া ॥
কাহারো সম্মুখে টেড়ী কাহারো পিছনে টিকী।
কাহারো উপরে ঝুণ্টি—কাকস্থ পরিবেদনা ॥
এরূপ বিবিধা মূর্ত্তি সমাগত সভাতলে।
বক্তৃতা করিয়া—বাবা লড়াই করিতে ফতেঃ॥
তন্মধ্যে মুখসর্ব্বস্ব বাঙালী হি পুরোহিত!
রেজলুশন নির্ম্মাণে বক্তৃতায় মহারথী ॥
এ হেন হি মহাযজ্ঞে হইলা বক্তৃতা সুরু।
ইংরাজের মহা কেচ্ছা ইংরাজি রেজলুশনে॥
ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা ইংরাজীতে চ বক্তৃতা।
প্যাণ্ডেলের তলে আজি ইংরাজীতে খদী ফুটে ॥
বাহবা বাহবা শব্দ সমুত্থিত সভাস্থলে।
বাহবা বাহবা শব্দে করতালি চটাপট ॥
এরূপ্ শুদ্ধ ইংরাজী এরূপ উপমা ছটা।
এরূপ শব্দ বিন্যাস এরূপ দ্রুত বক্তৃতা ॥
সিসিরো, পিট, বর্কাদি কাছাকাছি ত নিশ্চয়।
একবাক্যে মহাহর্ষে বলিলা সব কাগজে ॥
চাপাননিরত প্রাতে ইংরাজ লাট সাহিব।
পড়িয়া এ মহাবার্ত্তা আতঙ্কে ত বিমূর্চ্ছিত ॥
উঠিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাসি' বলিলেন অতঃপর।
এ জাতিকে দমে' রাখা দেখিতেছি অসম্ভব ॥

উঠিবে উঠিবে এরা ঠেকানো বড় দুষ্কর।
বুঝি যে এখন শ্রেয় মানে মানে পলায়ন॥
লাট সাহিব ইত্যাদি, করি উক্ত বিবেচনা।
পোঁটলা পুঁটলী বাঁধি স্বদেশে দেন চম্পট॥
পরপ্রাতে হতে রাজ্য আর্য্যজাতির সংস্থিত।
পরপ্রাতে হতে কীর্ণ হিন্দুধর্ম্ম সনাতন॥
বিস্তীর্ণ আর্য্যসম্রাজ্যে সবার সম্মতি ক্রমে।
রেজলুশন নির্ম্মাতা বাঙালী হইলা প্রভু॥
আশ্চর্য্যরূপ রাজত্ব বাঙালীর বলে সবে।
কেবল বক্তৃতা জোরে করে রাজ্য চবৈতুহি॥
একদা আসি' আফ্গান আক্রমিল হি ভারত।
মহাকাবু সবে থেয়ে বাঙালী চক্তৃতা হুড়া॥
তৎপরে রুষিয়া আসি গ্রাসিতে দেশ উদ্যত।
বঙালী বক্তৃতা চোটে করে দেশে পলায়ন॥
বাঙ্গালী বক্তৃতা শব্দে কাঁপে ইংলণ্ড জর্ম্মনী।
কাঁপে ফরাস মার্কীন কাঁপে সসাগরা ধরা॥
ধন্য ধন্য প'ড়ে গেল সর্ব্বত্র এ মহীতলে।
ভরিয়া গেল এ দেশে মীটিঙ রেজল্শনে॥
একদা তু বঙালীর হইল বড় মুস্কিল।
কূটতর্দ্দ উঠে এক মহাদ্বন্দ্ব ঘরে ঘরে॥
উঠিল কুটিল প্রশ্ন সমস্যা জটিলা অতি।
শাস্ত্রীয় কি অশাস্ত্রীয় কচুপোড়া হি ভক্ষণ॥
আবার হইলা দেশে ডাকিতা মহতী সভা।
সমাগত সেই প্রশ্ন বিচার করিতে সবে॥

আবার সে সভাস্থানে হইলা বহু বক্তৃতা।
আবার বাহবা শব্দে করতালি চটাপট ॥
কিন্তু সেই মহাপ্রশ্ন মীমাংসা হইবে কিসে।
সবাই বক্তৃতাদক্ষ সবাই বক্তৃতা করে ॥
পরিশেষে সভাস্থানে সবাই অপরাজিত।
দিলে হি বক্তৃতা চোটে উড়াইয়া পরস্পরে ॥
বাঙালী-মহিমাকীর্ত্তিকলাপকাহিনী যদি।
শুন মন দিয়া বাবা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

কর্ণবিমর্দ্দন কাহিনী।

পজ্ঝটিকা ছন্দ।

জানোনা কি কদাচন মূঢ়,
কর্ণবিমর্দ্দন মর্ম্ম কি গূঢ় ?
কর্ণ দিবার কি কারণ অন্য,
যদি না তা আকর্ষণ জন্য ?
যদি বল সেটা শ্যালী ভিন্ন
অপর করে নয় আদর চিহ্ন ;
তবু যদি সাহিব অল্পে স্বল্পে
টানে, হয় তা মধুর বিকল্পে ;
অন্তত নাসারক্ষার্থে, সে—
কাণ মলা হয় গিলিতে হেসে।
বাবা সে দশ ইঞ্চি প্রস্থে—
বিপুল বিশাল প্রকাণ্ড হস্তে

শূকর-গো-মৃগমাংসে পুষ্ট—
আছে রক্ষা হইলে রুষ্ট ?
কর্ণাকর্ষণ অতিশয় তুচ্ছ,
যা'কর সাহিব নাড়িব পুচ্ছ,
হুজুর হুজুর বলি' জীবনমরণে
র'ব পড়ি' ইন্দুনিন্দিত চরণে ;
—রহিও খুসি, যুঁষি আস্টা, রাগে
মেরো নাকো কেবল নাকে।
ও ঘুঁষি পড়িলে কর্ণে, স্তব্ধ
ত্রিভুবন ; শুনি শুধু ঝাঁ ঝাঁ শব্দ
ও ঘুঁষি পড়িলে গণ্ডে জোরে,
একেবারে মাথা ঘোরে।
কাণা নিশ্চিত পড়িলে চক্ষে।
ভূমিবিলুণ্ঠিত পড়িলে বক্ষে।
পড়িলে দন্তে বিভগ্ন পংক্তি।
পড়িলে নাকে রক্তারক্তি !
শুধু ও অঙ্গুলি মৃদুল স্পর্শে
শ্রবণে ত প্রভু অমিয়া বর্ষে।
বসিয়া বসিয়া নিজঘরমধ্যে
লেখা সোজা গদ্যে পদ্যে—
"সমুচিত, তুলিয়া ঘুঁষি নিজহস্তে
মারা বেগে অরাতি মস্তে" ;
জানোনা সে স্থানে, একা
লাগে প্রথমত ভেবা চেকা ;

যখন পরাজয় খলু অনিবার্য্য,—
তখন কি যুদ্ধটি বুদ্ধির কার্য্য ?
না হইলে সমসঙিন অবস্থা,
বাক্যে বীরত্ব হি অতি সস্তা।
মাখি তৈল ঘন কুঞ্চিত কেশে ;
স্নান স্নিগ্ধ উদরটা, ঠেসে
ডালে ভাতে করিয়া পূর্ণ
গণ্ডে পানে ভরিয়া, তূর্ণ
চাপ্‌কান পরিয়া আপিস নিত্য
আসি হি পুরুষানুক্রম ভৃত্য,
নাকে কর্ণে, চুপে চুপে
রক্ষা করিয়া, কোন রূপে
সংসারেতে টিকিয়া আছি—
রহিনা ঘুঁষি ফুষি কাছাকাছি।

নিত্যানন্দের উপাখ্যান।

সদানন্দের পুত্র, মহানন্দেরি দৌহিত্র,
প্রেমানন্দের ভাগিনেয়, নিত্যানন্দ মিত্র,—
পার্শ্ববর্ত্তী দোকান থেকে সিদ্ধি এ'নে কিনে,
কার্ত্তিকমাসে দুর্গাপূজোর বিসর্জ্জনের দিনে,
খেলেন বেটে ছটাকখানিক ঠাণ্ডাজলে গুলে,
দুপর বেলায়।—শেষে গিয়ে বিছেনাতে শুলে,
সবাই বল্ল, "নিত্যানন্দ উপর গিয়ে চটাৎ,
এমন দিনে দুপর বেলায় শু'লো কেন হঠাৎ!"

নিত্যানন্দ তাঁহার বাপের একটিমাত্র ছেলে,
মা বাপের আদুরে ;—বেড়ান দিবারাত্র খেলে ;
ঘুরে বেড়ান পাড়ায় পাড়ায়, করেন যা তাঁর খুসি,
মেরে বেড়ান যারে তারে লাথি চাপড় ঘুসি।—
পাড়াশুদ্ধ ব্যতিব্যস্ত নিত্যানন্দের জ্বালায়,
ইচ্ছা—ঘটি বাটী নিয়ে বাড়ী ছেড়ে পালায়।
নিতাই ভাব্‌লেন, "সবাই বলে, সিদ্ধি খেলে হাসে,
দেখি দিখি আমার হাসি কেমন ক'রে আসে।"
ভেবে নিত্যানন্দ খানিক সিদ্ধি এ'নে কিনে,
খেলেন গু'লে দুর্গাপূজার বিসর্জ্জনের দিনে।
খেয়ে অতি গম্ভীর হ'য়ে বাড়ীর মধ্যের উপর,
শু'লেন গিয়ে বিছানাতে ;—বেলা তখন দুপর !

ওমা ! যেমন তিনি নিজের বিছানাতে গিয়ে,
শুয়েছেন এক মোটা নরম বালিশ মাথায় দিয়ে,
নাসিকাটি গুঁজে, একটি পাশের বালিশ ঠেসে,
অমনি কি দু'মিনিটে ফেল্লেন তিনি হেসে !
বল্লেন, "সেকি ! বিছানাতে শয়নমাত্র হাসি।"
—আচ্ছা একবার নীচের তলায় গিয়ে ঘুরে আসি।
ব'লে উঠে বিদ্যুদ্বেগে নেমে সিঁড়ি দিয়ে,
বাইরের ঘরের বারান্দাতে পাটির উপর গিয়ে,
বস্‌লেন গম্ভীর ভাবে ; কিন্তু সময় বস্‌তে যাবার,
'ফিক্' ক'রে ঠিক্ নিত্যানন্দ হেসে ফেল্লেন আবার।

বল্লেন নিত্যানন্দ, "একি এলাম চ'লে নীচে,
চেষ্টা কল্লাম গম্ভীর হ'তে,—তাও হ'ল মিছে?
আচ্ছা দেখি"—ব'লে তিনি মাঠে গেলেন ছুটে,
বস্‌লেন গম্ভীর ভাবে একটা গাছের উপর উঠে।
কিন্তু বৃথা চেষ্টা ;—তিনি যতই চেষ্টা করেন,
ততই তিনি একেবারে হেসে ঢ'লে পড়েন।
যেথায়ই যান না, হাসি তাঁকে কিন্তু নাহি ছাড়ে,
জোঁকের মত কাম্‌ড়ে যেন রৈল তাঁহার ঘাড়ে ;
তিনি বসেন সেও বসে ; তিনি ওঠেন, ওঠে ;
তিনি দাঁড়ান, দাঁড়ায়, লাফান লাফায় ; ছোটেন, ছোটে।
নিতাই তখন প্রমাদ গ'ণে বল্লেন, "একি হৈল ?
হাসিটা যে ভূতের মত ঘাড়ে চেপেই রৈল !"

সকল উদ্যম হ'ল বৃথা—থামে না তাঁর হাসি,
এলেন ছুটে তাঁর মা, দিদি, মামী, পিসী, মাসী,
বাবা, খুড়ো, ঠাকুরদাদা, পিসে ; মেসো, মামা,
বন্ধু, ডাক্তার, দাসী, চাকর, রাঁধুনী, খানসামা,
গরু, বাছুর ; কিন্তু হাসি নাহি কমে তাঁহার ;
হাস্‌তে লাগ্‌লেন ক্রমাগত ; ভুলে নিদ্রা আহার।

"ব্যাপারখানাটা কি নিতাই ? ক্ষিপ্তের মত হেন"
—সবাই করেন প্রশ্ন—"নিতাই এত হাস্‌ছ, কেন ?"
"হাস্‌ছি আবার কেন ?—হাঃ হাঃ-অহ্-হিঃ হিঃ—ভুলে
খেলাম খানিক সিদ্ধি—হুঃ হুঃ—ঠাণ্ডা জলে গু'লে ;—

সিদ্ধি গু'লে খেলে—হেঁ হেঁ—এত হাসি পায়,
জান্‌লে—হোঃ হোঃ কি আর নিতাই সিদ্ধি গু'লে খায় ?
বাঁচাও—ঠিঃ ঠিঃ কোন রূপে, নইলে হেলায় ফেলায়,
নিতাই—ক্ষিঃ ক্ষিঃ—হেসে মরে দিনে দুপর বেলায় !"

ব'লে ইহা দারুণ হাস্‌ল নিত্যানন্দ মিত্র।
কত যত্ন কত ঔষধ কি চেষ্টা চরিত্র,—
বাড়ীশুদ্ধ বিরাট ব্যাপার—সবাই প্রয়াসী,
সবাই হিম্‌সিম্ খেয়ে গেল থামাতে সে হাসি।
বাবা বলেন, "হেস না-ক গোপাল আমার আদুরে !"
মাও বলেন, "থা'ম সোণা, বাছা আমার যাদু রে !"
পিসী বলেন, "থাক বাবা চুপ্‌টি ক'রে খানিক !"
মাসী বলেন, "সোণার চাঁদ্‌টি—থামো আমার মাণিক।"
সকল চেষ্টা বিফল হ'ল। শেষে তাঁহার খুড়ী,
(নিতাই তাঁরে ঠাট্টা ক'রে বল্‌ত 'কা'ল বুড়ী'—
কারণ তিনি স্বভাবতঃই ছিলেন বর্ণে মসী,
বয়সেতেও অকালবৃদ্ধ, শুষ্কতাতে ঘসী !)
বাহির কল্লেন নূতন উপায় মিনিট চারিক ভেবে।—
বল্লেন, "বাড়ীশুদ্ধ নিতাই পাগল ক'রে দেবে,
এমন ক'রে লক্ষীছাড়া নিত্যি যদি হাসে।
যা বলি তা কর্ত্তে পা'র ? নয়ক শক্তটা সে
এমন কিছু ; সকল নোকে চিম্‌টি নাগাও পায়ে ;
তপ্ত নোয়া নাগাও হাতে ; নবণ দাও গায়ে ?

চখে নাগাও নঙ্কা মরিচ ;—থাম্‌বে তবে সিনা ?
নাথি মারো জোরে—দেখি হাসি থামে কি না !
ষণ্ডা, নম্বা ছোঁড়া, নেইক বুদ্ধি কড়াট্যেকো ;
ন্যেখাপড়ায় ঢেঁকি—আবার হাস্‌তে নাগলো দেখো।”
খুড়ীর কথাই শুন্তে বাধ্য হলেন সবাই শেষে ;—
এলো, লঙ্কা তপ্ত লৌহ তাঁহার উপদেশে।
দেখে শুনেই নিত্যানন্দের ধড়াস্ ধড়াস্ বুক,
থেমে গেল হাসি এবং শুকিয়ে গেল মুখ ;—
উঠে তিনি বল্লেন. “আমার সেরে গেছে হাসি,
কিছু কর্ত্তে হবে নাক—এখন তবে আসি !”

মর্ম্ম।

ছেলেপিলের উপদ্রবটা কতক আগে ভাগে,
বিশেষতঃ পিতা মাতার কাছে—ভালো লাগে।
বাড়ে যখন অধিক মাত্রায়, দুষ্টুমি কি বাতিক,
প্রয়োগ কর্ত্তে হবে তখন ঔষধ এলোপ্যাথিক !

সমাপ্ত।